

CBC 351014310074/2526



বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজিবি কা মিশন
(গ্রামীন)-এর গ্যারান্টি : ভিবি - জি রাম জি
(বিকশিত ভারত - জি রাম জি) অ্যাক্ট, ২০২৫



১২৫ দিন
নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান

এখন গ্রামগুলো দুর্যোগ মোকাবিলায়
জন্ম প্রস্তুতি নেবে, আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ
নির্মাণ করা হবে, পুনর্বাসন কাজ শুরু
হবে এবং আমাদের গ্রামগুলো যেকোনো
সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকবে।



বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত বিকশিত ভারত এর পথ প্রশস্ত করছে

এসআইআর তালিকার ‘মৃত’ জীবিত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এমন একাধিক নাম সামনে এসেছে, যাদের এসআইআরের নথিতে ‘মৃত’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে তারা জীবিত। সিইও দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যের মোট ১৮টি জেলার ভোটার তালিকায় এই ধরনের মোট ৯৭ জনের নাম পাওয়া গেছে। নির্বাচন কমিশনের দফতরের তথ্য অনুযায়ী, এই ৯৭ জনের মধ্যে ৭০ জন ভোটারকে চিহ্নিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে চিহ্নিত করা হয়েছে ৪ জন ভোটারকে। বাকি নামগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি জীবিতকে ‘মৃত’ দেখানো হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেটিয়ারকুজ বিধানসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের মোট ২৬ জনকে মৃত দেখানো হয়েছে। এই জেলারই কাকদীপ বিধানসভায় রয়েছে ১ জন। সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ২৪ জনকে মৃত দেখানো হয়েছে। এরপরেই রয়েছে কোচবিহার জেলা। এই জেলার মোট ৬টি বিধানসভার মোট ১৬ জন জীবিত থাকলেও এসআইআর তালিকায় তাঁদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে শুধু কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় ৭ জন ও মাথাভাঙ্গা বিধানসভায় ৫ জন। এছাড়া পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৯ জন, হাওড়া ও হুগলি জেলায় ১ জন করে, নদীয়া দক্ষিণ কলকাতা পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৫ জন করে, পশ্চিম বর্ধমান ৪ জন, বীরভূম জেলায় ৩ জন, পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর কলকাতা মুর্শিদাবাদ দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ২ জন করে এবং বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১ জন করে মৃত দেখানো হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল করা- ভুলো, ভুলিপিকে

বা অযোগ্য নাম বাদ দেওয়া এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম নিশ্চিত করা। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই জীবিত ব্যক্তিদের ‘মৃত’ হিসেবে নথিভুক্ত হওয়ার ঘটনা কমিশনের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। তৃণমূলের অভিযোগ, এই ধরনের ভুল শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতির ফল নয়, বরং তার ফলে বহু প্রকৃত ভোটার ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। দলের দাবি, মাঠপর্যায়ে যাচাই আরও সতর্কভাবে করা না হলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে বহু মন্তব্য না করা হলেও, তারাও কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ধরনের ত্রুটি চিহ্নিত করেছে বলে সূত্রের খবর। সিইও দফতর জানিয়েছে, সামনে আসা প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাদের ভুলবশত মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে, তাঁদের নথি পুনরায় যাচাই করে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলবে। কমিশনের আশ্বাস, যোগ্য কোনও ভোটারের নাম যাতে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে দিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে এর আগেও ভুলো, ভুলিপির নাম এসেছে। ভারতীয় ‘মৃত’ দেখানো জীবিত ভোটারদের তালিকা সামনে আসায় রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

‘যত দ্রুত গরিবরা টাকা পান, নিশ্চিত করুন’

একশো দিনের মামলায় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ একশো দিনের কাজের টাকা শ্রমিকদের হাতে যাক, পর্যবেক্ষণে চায় হাইকোর্ট। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের মন্তব্য, “যত দ্রুত সম্ভব গরিবরা টাকা পান, সেটাই উদ্দেশ্য আদালতের।” আদালতের পর্যবেক্ষণ, যারা মনোরোগ কাজ করেন, তাঁরা গরিব। তাই টাকার ব্যবস্থা করাই লক্ষ্য। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “কেন্দ্র বাই অভিযোগ করুক সবার আগে, টাকা দিতে হবে।” কেন্দ্রের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ডিভিনান বেধ

পর্যবেক্ষণ ছিল, দুর্নীতি হয়েছে। দোষীদের শাস্তি ও তদন্ত চালাতে হবে। আর গোটা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রাজ্য সেটা প্রমাণিত। তাই রাজ্যের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিরুদ্ধেই মূল অভিযোগ ছিল। আইনজীবী আলোক চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন “এখন তাহলে তাদের কী উদ্দেশ্য এই মামলা করার পিছনে?” ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তখন জানিয়ে দেন, এই সংক্রান্ত আদালত অবমাননা ও অন্য আরেকটি মামলা একইসঙ্গে শোনা হবে। তখন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, “আগস্ট থেকে অপেক্ষা চলছে। অন্তত স্কিমের টাকা যাতে দেওয়া হয় সেটার ব্যবস্থা হোক। আর কত দেরি করা হবে।” আইনজীবীরা কথা শুনে বিচারপতি বলেন, “আমরা সবাই চাই টাকা পৌঁছে যাক শ্রমিকদের হাতে।” ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী

শুনানি। উল্লেখ্য, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, কয়েকটা টাকা কেন্দ্রকে মেটাতে হবে। কিন্তু তারপরও এই মামলায় কিছু অস্বাভাবিক অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দাবি হচ্ছে। রাজ্যের অভিযোগ, টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও শর্ত চাপাচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের লেবার বাজেটের শর্ত কোনওভাবেই মানবেন না বলে আগেই স্পষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সওয়াল জবাবের শুরু করার জন্য রাজ্য কী ভাবছে, তা জানতে চায় আদালত। এদিন হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ শুনে

তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, “নৈতিকভাবে কেন্দ্র এই টাকা আটকে রেখেছে। হাইকোর্টে আজকের যে মন্তব্য, তাতে পরিস্কার গরিব লোকেরা তাঁদের টাকা পাচ্ছেন না। এটা তাঁদের প্রতি কোনও দয়া করা হচ্ছে না। এটা তাঁদের অধিকার। সেটা এই প্রকল্পের যে নামই রাখা হোক না কেন।” অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিংহা বলেন, “একশো দিনের কাজের টাকা যাতে গরিব মানুষরা পান, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসার চেষ্টা করছেন। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ব্যবসার বলছে, টাকা যাতে গরিবরা পেয়ে যান। কিন্তু তার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এটাও স্পষ্ট করেছে, টাকা যাতে সঠিক লোকের কাছে পৌঁছ, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে এই প্রাউন্ডেই। টাকা নাও, হিসাব দাও। কিন্তু হিসাবেই তো গড়মিলা।”

কলকাতায় কি সিবিআই-ইন্ডির বড় অভিযান হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইন্ডির অভিযানের পর এক সপ্তাহও কাটেনি। কলকাতায় ইন্ডি ও সিবিআই তথা কেন্দ্রীয় দুই তদন্ত এজেন্সির সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে চরম উৎকণ্ঠার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সূত্রের দাবি, গত কয়েক দিনে দু’শো-র বেশি তদন্ত অফিসার কলকাতায় এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার হস্টেল ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু হোটেলের রাধা হয়েছে তাঁদের। এমনকি যুগ্মান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তৃণমূল ও বিজেপির একাংশে এও রটে গেছে যে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বড় কিছু ঘটে যেতে পারে। লন্ডিন স্ট্রিট প্রতীকের ফ্ল্যাটে ও সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে ইন্ডি-র তল্লাশির সময়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিবি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সহ সিনিয়র কিছু পুলিশ অফিসার ছিলেন। ফেডারেল তদন্ত এজেন্সির কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় পুলিশ কর্তাদেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সির সম্ভাব্য অভিযান সেই সূত্র ধরেই হবার কিনা স্পষ্ট নয়। তবে সূত্র মারফৎ এ টুকু জানা যাচ্ছে যে, বোম্বাই লেনদেনের অভিযোগে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি তথা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও অভিযান ও ধরপাকড় হতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতীক জৈনকে ডেকে পাঠানো হতে পারে দিল্লিতে। সিবিআই বা ইন্ডি-র অভিযান বলে কয়ে হয় না। এ ব্যাপারে আগাম কোনও ইঙ্গিতও দেয় না এই দুই তদন্ত এজেন্সি। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী ও মনমোহন সিং জমানায় এই গোপনীয়তা আরও জোরালো ছিল। তবে ইদানীং অভিযোগ হলে, ভোটের আগে এ ধরনের অভিযানের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও বিধেয় মিশে গেছে। উৎকণ্ঠা ও উৎসাহ-র কারণও সম্ভবত সেই কারণেই। শাসক দলের একাংশের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে যে কয়লা পাচার ও বোম্বাই লেনদেনের অভিযোগে তিন জন মন্ত্রীকে ভোটেসে আগেই প্রেধতার করা হতে পারে। সেই সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির এক জন বড় নেতার আশু সহায়কের উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির নজর রয়েছে বলেও শাসক দলের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে। সেই আশু সহায়ককে এর আগেও কলকাতা নোটিস পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাধা। শাসক দলের একাংশে যখন উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে, তখন বিজেপি নেতাদের মধ্যে উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। সদ্য রাজ্য কমিটি সদস্য হয়েছেন এমন এক নেতার কথায়, “শুনছি তো সাম দাম দণ্ডভেদ সবই প্রয়োগ করা হবে, কোনও চোর ভাকাতকে ছাড়া হবে না। তবে ভোটের আগে না করে এটা আগেই করতে পারত।” আবার নয়াদিল্লির সূত্রের খবর, রাজনৈতিক নেতাদের কার কার বিরুদ্ধে কী অভিযান বা তদন্ত হবে সেটা স্পষ্ট নয়। তবে বেশ কিছু আলো ও পুলিশ কর্তৃক নজরে রাখছেন। বিশেষ করে তদন্তের কাজে যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা মোটেও বরদাস্ত নয়। কারণ, এবার তা মেনে নিলে এটাই জাতীয় স্তরে ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

তৃণমূলের আইপ্যাক মামলার নিষ্পত্তি করে দিল হাইকোর্ট

মূলতুবি করা হলো ইন্ডির মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে ইন্ডি-র বিরুদ্ধে দায়ের করা তৃণমূলের মামলা টিকল না। তার খারিজ হয়ে গেল। তার কারণ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তথা ইন্ডি-র তরফে আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসডি রাজু অন রেকর্ড জানিয়ে দিলেন, “প্রতীক জৈনের লন্ডিন স্ট্রিটের ফ্ল্যাট বা সল্টলেকের অফিস থেকে তদন্ত এজেন্সি কিছু বাজেয়াপ্ত করেনি। যা কাগজপত্র সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।” ইন্ডির তরফে এই সাফ কথা শোনার পর আশ্বস্ত হন তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী মনোজ গুরুস্বামী। সওয়াল জবাবের সময়েই মনোকা বলেছিলেন, ইন্ডি যদি অন রেকর্ড জানায় যে তারা কোনও নথি বাজেয়াপ্ত করেনি, তাহলেই মহামায়া আদালত তথা কলকাতা হাইকোর্ট তাদের পিটিশনকে দিগোপাজ করে দিতে পারে। যা শুনে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেন, “আমি তাই তো বলছি, ইন্ডি কোনও নথি বা ডিজিটাল এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত করেনি।” এদিনের সওয়াল জবাবে আইনজীবী এসডি রাজু ও মনোকা গুরুস্বামী তর্ক ছিলেন দেখার

মতো। তাঁর দীর্ঘ সওয়ালে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসডি রাজু বলেন, “একই ধরনের মামলা ইন্ডি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তা বিবেচনা করেছে। তাই প্রথা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সেই মতো। তাঁর দীর্ঘ সওয়ালে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসডি রাজু বলেন, “একই ধরনের মামলা ইন্ডি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তা বিবেচনা করেছে। তাই প্রথা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সেই

প্রতীকের বাড়ি থেকে ইন্ডি কিছুই বাজেয়াপ্ত করেনি, যা নিয়েছেন তা মমতাই, হাইকোর্টে ইন্ডি

শুনানির জন্য অপেক্ষা করুক কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট যদি মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দেয়, এক মাত্র তবেই হাইকোর্টে শুনানি হতে পারে। তাই ইন্ডি-র আবেদন সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক উচ্চ আদালত।” এদিন শুনানির শেষে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ইন্ডি-র এই আবেদন মেনে নেন এবং হাইকোর্টের শুনানি মূলতবি

করে দেন। সেই সঙ্গে বিচারপতি বলেন, “সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলছে। তাই সেই শুনানিতে কী হয় তার জন্য অপেক্ষা করা হোক।” আইপ্যাকের ডিরেক্টর প্রতীক জৈনের

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও ওই মামলায় একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়। এদিনের শুনানিতে ইন্ডির আইনজীবীরা বলেন, “তৃণমূলের পিটিশন গ্রহণযোগ্যই নয়।”

বাড়ি ও অফিসে তল্লাশির দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিবি রাজীব কুমার ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তার পর দেখা যায়, প্রতীকের বাড়ি থেকে একটি সবুজ ফাইল হাতে নিয়ে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে এর পরই হাইকোর্টে মামলা করেছিল ইন্ডি। তার পর

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি ছিল, “ইন্ডি তো কোনও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেনি। তা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এই মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাটি করা হয়নি কেন? তৃণমূল মামলা করেছে কেন? যার বাড়ি বা অফিসে ইন্ডি তল্লাশি করেছে, তিনি কেন কোনও পিটিশন দায়ের করেননি।” কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেও মামলা

দায়ের করেছে ইন্ডি। রাজ্য সরকার তাতে আবার ক্যান্ডিডেট ফাইল করে রেখেছে। তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে মনোকা গুরুস্বামী বলেন, “আমার মক্কেল তথা টিএমসি সেই ক্যান্ডিডেটের অন্তর্ভুক্ত নয়।” মনোকা বলেন, “ওই তল্লাশিতে যে নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা তৃণমূলের অতি গোপনীয় রাজনৈতিক তথ্য। সেই ডেটা সুরক্ষা চায় তৃণমূল।” তাঁর কথায়, “রাজনৈতিক দলের গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যেই এই ডেটার গোপনীয়তার বিষয়টি পড়ে। পলিটিকাল ডেটা ফার্মের তথ্যও তার মধ্যে পড়ে। সুতরাং সেই তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে আদালতকে।” পিটিশনের আর কোনও বিষয় নিয়ে মনোকা খুব বেশি সওয়াল করেননি। কিন্তু এখানেই অনেককে চমকে দিয়ে ইন্ডির আইনজীবী বলেন, “আমরা তো কিছু বাজেয়াপ্তই করিনি। তাই এই মামলা খারিজ করে দেওয়া হোক।” প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইন্ডি-র তল্লাশি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার এখন এপিএসটির হয়ে গেলে দিল্লিই। ১৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এই ব্যাপারে শুনানি হবে। এখন দেখার কোথাকার জল কোথায় গড়ান।

নবান অভিযানে ‘না’ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ নবান অভিযান নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নবানের সামনে ধর্ম কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাবে না- স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল আদালত। শুক্রবার নবানের সামনে বিজেপির প্রস্তাবিত ধর্ম নিয়ে করা আবেদনের প্রাথমিক শুনানিতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই মন্তব্য করেন। নবানের সামনে ধর্ম বা অবস্থান কর্মসূচির বিষয়ে আদালতের স্পষ্ট আপত্তি রাখে পৌছ, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে এই প্রাউন্ডেই। টাকা নাও, হিসাব দাও। কিন্তু হিসাবেই তো গড়মিলা।”

জানতে হবে - নবান বাসস্ট্যান্ড অথবা মন্দিরতলা, এই দুই জায়গার কোনও একটিতে ধর্ম করতে তারা অগ্রহী কিনা। সেই তথ্য জানার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। এই মামলার সূত্রপাত হয় আইপ্যাকের অফিসে ইন্ডির তল্লাশি এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি-সহ একাধিক ঘটনার প্রভাবের। ওই সব ইস্যুতে সরব হয়ে নবানের সামনে শুক্রবার ধর্ম কর্মসূচি করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। সেই আবেদনেই এদিন শুনানি হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার। শুনানির সময় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “অন্য কোথাও আইন মানা হয়নি- এই যুক্তিতে আমিও আইন মানব না, এটা হতে পারে না। আদালতের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, অতীতের কোনও ঘটনা দেখিয়ে আইন ভাঙার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। নবান বাসস্ট্যান্ড ভাঙার তরফে আপত্তি তোলা হয়। সেই প্রসঙ্গে বিচারপতির মন্তব্য, মন্দিরতলাও তো বাসস্ট্যান্ড। সেখানে হলে কোনও সমস্যা হবে না? - এই প্রশ্ন তুলে তিনি কার্যত বিক্ষুব্ধ জায়গা নিয়ে রাজ্যের আপত্তির যুক্তিকেও খতিয়ে দেখেন।

‘এখনই দেশে ফিরে আসুন’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রের বড় নির্দেশিকা। ইরানে যেতে নিষেধ করা হল নাগরিকদের। যারা এই মুহূর্তে ইরানে রয়েছেন, তাদেরও যেকোনও উপায়ে ভারতে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। নাগরিক গণআন্দোলনে উত্তাল ইরান। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে।

পরিবহনের মাধ্যমে ইরান থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হয়েছে তাদের। যে সমস্ত জয়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে, সেই সমস্ত জয়গা এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে ভারতীয়দের। যে সকল ভারতীয়রা ইরানে রয়েছেন, তাদের নিজেদের গণআন্দোলনে উত্তাল ইরান। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে।

পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের তরফে সতর্কবার্তা জারি করা হল। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ইরানে যেতে বারণ করা হয়েছে। বিশেষ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ইরানের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আগামী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ভারতীয়দের ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানে যেতে বারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইরানে বর্তমানে যারা রয়েছেন, পর্যটক থেকে পড়ুয়া, ব্যবসায়ী-সকলকেই দ্রুত ভারতে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। যে কোনও পথে, যে কোনও

যোগাযোগ রাখতে বলা হচ্ছে সে দেশে থাকা ভারতীয়দের। যারা এখনও তেহরানে দূতাবাসে রেজিস্টার করেননি, তাদের দ্রুত রেজিস্টার করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইমার্জেন্সি নম্বর ও ইমেইল সাপোর্টও চালু করা হয়েছে। বিগত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ইরানে নিরাপত্তিক অব ইরানে যেতে বারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইরানে বর্তমানে যারা রয়েছেন, পর্যটক থেকে পড়ুয়া, ব্যবসায়ী-সকলকেই দ্রুত ভারতে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। যে কোনও পথে, যে কোনও

যে, কোনও অসঙ্গতি থাকলেও বিষয়টি আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। এটি দেশের ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শন। দেব জানান, এসআইআর-এ ডাকা হয়েছিল তিনি নিয়ম মেনে আজ এসেছেন এবং হোয়ারিংয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁকে যা যা ফর্মালিটি করতে বলা হয়েছে তিনি করেছেন। জানা গিয়েছে, ভিতরে দেব পাসপোর্টে দেখান। বেশ কিছু ফর্মে তাঁকে সই করতে হয়, সই করেন এবং সেই সঙ্গে ছবি তোলা হয়। গোটা পদ্ধতিটিই চলে স্কুলের ভিতরে। দেব জানান, এই শীতের মধ্যে বয়স্ক লোকদের অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর বয়স কম, তাঁর তাঁর পক্ষে লাইনে দাড়িয়ে হিয়ারিং-এ অংশগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু, যারা বয়স্ক মানুষ, যারা আসতে পারছেন না, তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের এই বিষয়গুলি দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি। দেব প্রশ্ন তোলেন, এতদিন ধরে তিনি ভোট দিচ্ছেন, তাহলে কি তিনি এই দেশের নাগরিক নন? ঘটলে তাঁর কমসিটিউন্সি থেকে বহু মানুষের ফোন এবং মেসেজ এসেছে। যারা এসআইআর এর নামে আতঙ্কে রয়েছেন।

নোটিস হাতে পেয়ে এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দেবেন, সই করেন কয়েকটি ফর্মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ তৃণমূল সাংসদ এবং জনপ্রিয় অভিনেতা দেব-কে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি প্রথমে প্রকাশ্যে আসার পরই রাজনীতিতে এবং সামাজিক মাধ্যমে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, দেবের পরিবারকেও এ বিষয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এনুমারেশন ফর্মে কিছু অসঙ্গতি থাকার কারণে এই নোটিস পাঠানো হয়েছে। সূত্রে জানা যায়, দেবের পরিবারের মোট তিনজনকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। এসআইআর-এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটার তালিকার এন্ট্রিগুলোর সত্যতা যাচাই করা হয়, এবং কোনও অসঙ্গতি বা তথ্যগত ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারকে নোটিস দেওয়া হয়। দেবের ক্ষেত্রেও ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ায় তাঁকে এবং পরিবারের সদস্যদের নোটিস পাঠানো হয়েছে। আজ দেব হাজিরা দেন এই এসআইআর শুনানিতে। নোটিস পাওয়ার পর দেব জানিয়ে ছিলেন, তিনি নির্বাচনী সময় অনুযায়ী এসআইআর-এর শুনানিতে হাজির হবেন। এই শুনানিতে তাঁর দিক থেকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। দেবের আইনজীবী

জানিয়েছেন, বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক এবং এনুমারেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সমস্ত ধরনের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, এটি কোনও রাজনৈতিক অভিযোগ

তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়। এটি একটি নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম, যা দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ। দেবের ক্ষেত্রে তিনজন পরিবারের সদস্যকে নোটিস

নয়, এটি শুধু ভোটার তালিকার নিয়মিত যাচাই প্রক্রিয়া। তাঁর কথা মতোই আজ তিনি হাজিরা দিয়েছেন। এসআইআর-এর নিয়ম অনুসারে, ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। তাঁর উপস্থিতি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে

দেওয়া হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে প্রশাসন পুরো পরিবারের তথ্য যাচাই করছে। দেবের এই শুনানিতে উপস্থিতি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। তাঁর উপস্থিতি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে

দেওয়া হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে প্রশাসন পুরো পরিবারের তথ্য যাচাই করছে। দেবের এই শুনানিতে উপস্থিতি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। তাঁর উপস্থিতি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের মহান্নান



গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগরের পবিত্র মিলনভূমিতে মঙ্গলবার মধ্যরাত পেরোতেই শুরু হয়ে যায় পূর্ণ্যম্নানের মহাযাত্রা। হাড় কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভোজের আগেই বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পুণ্যম্নানে অংশ নেন। সূর্যোদয়ের আগেই সাগরতট কাষত পুণ্যার্থীদের দখলে চলে যায়।ভোজের অন্ধকার কাটতে না কাটতেই ‘ হর মহাদেব’ ও ‘ মাহিক জয়’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা সাগরতট। সাধু-সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী ও সাধারণ ভক্তরা দলবদ্ধভাবে স্নান করে দেশীয় আচার পালন করেন। অনেকে সাগরতটে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম ও গঙ্গা পূজায় অংশ নেন। হাজার হাজার প্রদীপ ও ধূপ-ধূনার মধ্যে পূর্ণ্যম্নানের পরিবেশ আরও ভাবগম্য হয়ে ওঠে।পুণ্যম্নান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সাগরতট ও স্নানযাত্রী প্রশাসনের তরফে বিশেষ নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা সার্বক্ষণিক নজরদারি চালান। সাগরে স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।প্রশাসনের সুব্যবস্থাপনার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ণ্যম্নান পর্ব সম্পন্ন হয়। দুপুরের পুণ্যযোগে ঘিরে আরও বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমন ঘটবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।অন্যদিকে বীরভূমতে মকর সংক্রান্তিতে পূর্ণ্যম্নান করতে মানুষের ভিড় জয়দেব কেন্দ্রুলির অজয় নদে। গত মঙ্গলবার থেকে এই নদের পাঁইে শুরু হয়েছে জয়দেব মেলা। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভিড় করেছেন বাউল ফকিররাও। মেলার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। রয়েছে সিগিটিভিও। স্নানের জন্য হিংলো জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে ২০০০ কিউসেক জলা। বুধবার ভোজের আলো ফোটার আগেই ভক্তরা অজয় নদে পূর্ণ্যস্নান করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক ভক্তরা এসেছেন জয়দেব মেলায়। সাধু, সন্তদের ভিও চোখে পড়ার মতো। মেলা যাতে সুলভভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

শ্যামল মিত্রের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের



কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃপ্রয়াত শিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার এক্সত্রার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বাংলা সংগীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্মদিবসে তাকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।গায়ক ও সুরকার হিসেবে তাঁর অবদান বাংলা চলচ্চিত্র এবং আধুনিক গানকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।প্রসঙ্গত, প্রখ্যাত গায়ক, সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল মিত্র (১৪ জানুয়ারি ১৯২৯ - ১৫ নভেম্বর ১৯৮৭) পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। তাঁর অনেক গান আজও বাড়ালি শ্রোতাদের কাছে আদৃত। তাঁর সুর করা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হল ‘ আশ্রম’ ও ‘আনুশ’।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা দ্বারা ভরসারপের স্পেশাল ব্রেকিং ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কৃষকরাই আত্মনির্ভর ভারতের ভিত, দেশ গঠনে তাঁদের ভূমিকা অপরিসীমঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : দেশের কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের দেশ গঠনের অন্যতম শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুর্কগানের সরকারি বাসভবনে আয়োজিত পোঙ্গল উৎসবে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকরাই ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তাদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ওপর ভর করেই আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন ক্রমশ বাস্তব রূপ নিচ্ছে।পোঙ্গল উৎসবের তাপর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকেরা প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতাই কৈনও না কোনওভাবে ফসল ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত উৎসব উদযাপন করে। তামিল সংস্কৃতিতে কৃষককে জীবনের ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। এই সংস্কৃতিগত চেতনাই প্রমাণ করে যে কৃষি শুধু একটি পেশা নয়, বরং একটি সভ্যতার চালিকাশক্তি। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ভারতের কৃষকরা শুধু খাদ্য উৎপাদক নন, তাঁরা দেশের উন্নয়ন যাত্রারও অন্যতম প্রধান সহযাত্রী।প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টা থেকেই আত্মনির্ভর ভারত অভিযান নতুন



শক্তি পাচ্ছে। দেশের কৃষি খাত যত শক্তিশালী হবে, ততই দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে। সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে বলে তিনি জানান। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বাজারের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি সংযোগ এবং কৃষিজ পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার মতো নানা উদ্যোগের কথাও তিনি স্মরণ করান।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর কৃষিক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কিছ

সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবেঃধর্মেন্দ্র প্রধান



উৎকর্ষ কেন্দ্র দিয়েছে এবং আমরা আইআইটি মাদ্রাজকে সেই উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আইই ইমপ্যান্ট সামিটের পাশাপাশি শিক্ষার জন্য আইই-এর কেন্দ্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে আমি এখানে এসেছি।তিনি আরও বলেন, পোঙ্গলের এই শুভদিনে,

চিন্তাভাবনা, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁরা কৃষিকে একটি টেকসই ও লাভজনক পেশা হিসেবে গড়ে তুলছেন। এই উদ্যোগ শুধু তামিলনাড়ুর জন্য নয়, গোটা দেশের কৃষিক্ষেত্রের ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।সেইসঙ্গে তিনি কৃষির সঙ্গে যুক্ত তরুণ বন্ধুদের উদ্দেশে আহ্বান জানান, যাতে তাঁরা টেকসই ও প্রাকৃতিক কৃষির এই আদেলনকে আরও বিস্তৃত করেন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, তরুণদের উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমেই কৃষিক্ষেত্রে একটি নতুন বিশ্বের সত্ত্বা। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা হবে, তেমনিই কৃষকদের আয় বাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।পোঙ্গল উৎসবের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট বার্তা দেন যে, কৃষকদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁই কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা, তাদের জীবনমান উন্নত করা এবং ভবিষ্য প্রজন্মকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার আগামীতেও প্রচিশ্রতিবদ্ধ থাকবে। কৃষক, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের এই মেলবন্ধনই ভারতের অগ্রযাত্রার পথকে আরও সুসূঢ় করবে বলে তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন।

বিশ্বব্যাপী চাহিদা বিবেচনা করে একটি নতুন কোর্স পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে। দ্বিভাষীত, প্রতি বছর আমরা অনেক উন্টরেট ছাত্র, পিএইচডি ছাত্র তৈরি করছি। এখনও পর্যন্ত, ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রে, আমাদের পিএইচডি শিক্ষাবিদদের জন্য, বিজ্ঞানীদের জন্য এবং মানসম্পন্ন গবেষণাপত্রের জন্য অগ্রাধিকার ছিল। কিন্তু এখন আমি সমগ্র ভারতীয় শিক্ষা বাস্তুতন্ত্রের কাছে আবেদন করছি যে তাঁরা সমস্যা, জাতীয় অগ্রাধিকার এবং জাতীয় মিশনের উপর মনোযোগ দিন। আমরা যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা স্কুল থেকে গবেষণা পর্যন্ত ফোকাস করবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাদানের মাধ্যম এবং বোধগম্যতার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। সমস্ত ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

দেশ কীভাবে ভারতীয় শিক্ষা বাস্তুতন্ত্রে আইই যুক্ত করবে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত মঙ্গলবার আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শিক্ষাদান এবং শ্রোতার পদ্ধতিতে প্রযুক্তি-সচেতন হয়ে উঠবে, আইই ব্যবহার করবে।

ডব্লিউপিএল ইতিহাসে হরমনপ্রীত কৌর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০০ রান পূর্ণ করলেন

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : ন্যাট সাইডার-ব্রাণ্টের পর হরমনপ্রীত কৌর মহিলা প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০০ রান পূর্ণ করলেন।মঙ্গলবার গুজরাট জয়ান্টসের বিপক্ষে ১৯৩ রানের লক্ষ্যে তাড়া করার সময় ডব্লিউপিএল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হরমনপ্রীত এই রেকর্ডে পৌঁছে যান।৩৬ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ৪৩ বলে ৭১ রানের

কাংড়ায় গাড়িতে ৮৫২ গ্রাম ধর্মশালা, ১৪ জানুয়ারি : হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলা পুলিশ নেশার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাটিয়ারিজে অভিযান চালিয়ে ৮৫২ গ্রাম মাদক (চেসস)সহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।গ্রেফতাররা হলেন-রাম লাল এবং সঞ্জয় কুমার। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানচালায়। উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে থানায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।বুধবার

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, জেলা পুলিশ নেশা প্রতিরোধে নিয়মিত টহলদারী, নাকাবান্দি, গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং ট্রাফিক চেকিং চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযানও সেই ধারাবাহিকতার অংশ। অভিযানের সময় গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে জানাগেছে।

সম্ভাব্য যেখানে প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য হবে মানুষের জীবনমান উন্নত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। এই সহযোগিতা। শুধু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল উন্নয়নের একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভারতের ক্রমবর্ধমান মানবসম্পদের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের তরুণ ও দক্ষ প্রতিভা উচ্চ-প্রযুক্তি দক্ষতার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই জার্মান শিল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রতিভা গড়িশীলতার মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হবে এবং দুই দেশের শিল্প ও অর্থনীতিতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।স মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে মিলেছে ওঠে যে, ভারত-জার্মানি অংশীদারিত্ব আজ আর শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি একটি দীর্ঘমোয়াদি, বিশ্বাস ভিত্তিক ও ভবিষ্যতমুখী সম্পর্ক, যা প্রযুক্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং মানবক্যাপারের মাধ্যমে বিশ্বের জন্যও একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে।

মহাশ্বেতা দেবীকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক, মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই়ে সৈনিক এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মহাশ্বেতা দেবীর জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার সম্রক্ত প্রণাম। বুধবার এক্সত্রার্তায় এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের জগতে এক অনন্য নাম মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখনী কেবল গল্প বলেনি, তা ছিল শোষিত, বঞ্চিত এবং আদিবাসী মানুষের অধিকার আদায়ের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ‘হাজার চ্যামশির মা’ থেকে ‘অরণ্যের অধিকার’- তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে মিশে আছে লড়াই আর প্রতিবাদের ডাঙা।আমার ব্যক্তিগত জীবনে মহাশ্বেতাদি ছিলেন এক বড় অনুপ্রেরণা। তাঁর মেহ এবং আশীর্বাদ সবসময় আমার সঙ্গে থেকেছে। তাঁর আদর্শকে পথেয় করেই মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রবীণ সৈনিক দিবসে বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ প্রবীণ সৈনিক দিবসে, আমি আমাদের প্রাক্তন সৈনিকদের বীরত্ব, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগকে প্রণাম জানাই। তাঁদের অটল সাহস প্রতিটি ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে। বুধবার এভাবে শ্রদ্ধা জানানো ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।এক্সবাব্তায় তিনি লিখেছেন, প্রবীণ সৈনিক দিবস এবং সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসের মতো অনুষ্ঠানগুলি কেবল আমাদের সাহসী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা



জানানোর সুযোগই নয়, বরং তাঁদের প্রতি অর্থাপূর্ণ সম্মান জানানোরও সুযোগ। আমি নিশ্চিত যে আমাদের প্রবীণ সৈনিকরা জাতির স্বার্থে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন হবেই, জমি নিয়ে আলোচনার পথেই সমাধান সম্ভবঃসুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন অনিবার্য এবং তা আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব বলে সাফ জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্প হবে, তবে তা কোন শিল্পগোষ্ঠী করবে-টাটা গোষ্ঠী হোক বা অন্য কোনও শিল্পগোষ্ঠী-সেই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমেই চূড়ান্ত হবে।সুকান্ত মজুমদারের দাবি, একসময় যে কৃষকরা শিল্পায়নের বিরোধিতা করেছিলেন, বর্তমান স্থিতিস্থিতিতে সেই কৃষকরাই শিল্প স্থাপনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, শিল্প হলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং এলাকার আর্থিক উন্নয়ন হবে। তাই কৃষক ও শিল্পকৃষকের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একই জমিতেই

শিল্পায়ন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি শিল্পায়নের পক্ষে এবং শিল্পপতি ও লগ্নিকারীদের দলের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, এনডিএ জোটে থাকার সময় বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, কারণ তখন তাঁরা শরিক ছিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজ্যের নেত্রী।টাটা গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তখন টাটা যখন সিদ্ধান্ত নেন পশ্চিমবঙ্গে না থেকে গুজরাটে বিনিয়োগ করবেন, তখনই রাজ্য শিল্পের বড় সুযোগ হারায়। তিনি দাবি করেন, উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও সেই সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে আজ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্য্য সেন প্রয়াত, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্য্য সেন। বুধবার তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে সাংস্কৃতিক মহলে। শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যাভেলে একটি বার্তার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি লেখেনঃবিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্য্য সেনের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর চলে যাওয়া বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের এক অপরূপীয় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।অর্য্য সেনের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। যদিও তাঁর শৈতৃক ভিটে ছিল খুলনার সেনহাটিতে। জীবনের শুরুর দিনগুলো ফরিদপুরেই কেটেছে তাঁর, সেখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। দেশভাগের পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক হন তিনি।রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্ব ঘরানা এবং পরিশীলিত গায়কির জন্য তিনি শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সংগীতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৭ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ ‘সঙ্গীত নাটক আকাদেমি’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

মকর সংক্রান্তিতে শুভেচ্ছা জানানলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার

পাটনা, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তির পবিত্র দিনে বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার রাজ্যের সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় জানান, এই উৎসব সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এই তাঁর কামনা। তিনি সবাইকে উৎসবটি আনন্দ, পারস্পরিক মেহ ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি আরও বলেছে, নাগরিকরা এই বিশেষ দিনটি শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত পরিবেশে উদযাপন করুন।প্রসঙ্গত, মকর সংক্রান্তি ধর্মীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যা সাধারণত পূর্ণিমা চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিনে পালিত হয়। এই দিনটি সূর্য দেবতার মকর রাশিতে প্রবেশের দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। মকর সংক্রান্তি নতুন বছরের আগমন এবং শস্যাক্ষলের সমাপ্তি উপলক্ষে উদযাপন করা হয়। বাংলায় এটাকে শীতসংক্রান্তি নামে পরিচিত।উৎসবের দিনে ভক্তরা পবিত্র নদী, সাগর বা জলাশয়ে স্নান করেন। এই স্নানকে শারীরিক ও আত্মিক পরিব্রত্নার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। পরিবারে পরিবারে পিঠা, তিল লাডুও অন্যান্য প্রণামূলক খাবার তৈরি করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে গঙ্গা এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় বড় ধরনের মেলা বসে। এসব মেলায় ভক্তরা ভিড় করে পূণ্য অঙ্গনের উদ্দেশ্যে স্নান ও প্রার্থনা করেন। গঙ্গাসাগর মেলা সেই রকমই একটি বিশিষ্ট মেলায় পরিণত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আদালতে আপনার সাথে দেখা করব, মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি, :আদালতে আইনি পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন আমি আদালতে আপনার সঙ্গে দেখা করব।বাবুদায়ের এভাবে হুঁশিয়ারি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।এক্সবাব্তায় শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হচ্ছে শেষ মুহুর্তে চলে গেছেন। আমার পক্ষ থেকে মানহানির নোটিশের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে। জটিলতার কারণে তিনি উত্তর দিতে পারছেন না।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আচরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কয়লা কেলেঙ্কারিতে আমার জড়িত থাকার বিষয়ে তাঁর কাল্পনিক অভিযোগগুলি তাঁর অস্বস্তিকর মানসিকতার ফসল।

বুধবার দেশীয় বাজারে বাড়লো সোনার দর

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দেশীয় বাজারে বুধবার বাড়লো সোনার দর। বুধবার দেশীয় সোনার বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৪০ টাকা থেকে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬১০ টাকা হয়ে বেনদেন হচ্ছে।

একইভাবে, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৬০ টাকা থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে, বুধবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬১০ টাকা ও ২২ ক্যারেট

রাশিফল

মেঘঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হবে। এই সময়টি আপনার জীবনে ইতিবাচকতা এবং শক্তি নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আজ আপনার বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন নিন, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন। এই সময়ে আপনার মধ্যে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টতা এবং গভীরতা থাকবে, যা আপনার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কট রাশি :আপনিআজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশির মুহূর্ত আনবে। শুভদিন
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সময় এটি সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।
কন্যা : হতাশ এবং অবদানগ্রস্ত হবেন না। আপনার আবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ বোধ করবেন, যা আপনার সামাজিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করবে।
বৃশ্চিককর্কটরা নিয়ে হলোএলাকা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং উৎসাহ আপনার চারপাশের মানুষকে মুগ্ধ করবে। সামাজিক যোগাযোগ ভালো হবে এবং আপনি নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবেন। যাত্রা শুভ দিন। সাপ্তান হতে পারে আজকে।
মকরঃ বিশ্রাম নিন এবং কাজের ফাঁকে বতটা সম্ভব ততটা আরাম করার চেষ্টা করুন। আপনার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং অফিসের প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। এই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া আপনাকে কষ্টের ব্যয় করতে পারে, যার ফলে সরাসরি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। শুভদিন
কুন্তঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রা পেতে পারেন। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক বায়োলগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বো। কারো কারো জন্য অত্রণ ক্রান্তিকর এবং চাপপূর্ণ প্রমাণিত হবে।

মীনঃজাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় পূর্ণ থাকবে, যা আপনার চিন্তাভাবনা এবং মানসিক শক্তির বৃদ্ধি করবে। এই সময়টি অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অনুকূল। আর্থিক উন্নতি হতেপারে

আবহাওয়া

শীতের আমেজ আছে, তবে কখনকেন ঠাণ্ডা নেই। মকর সংক্রান্তিতে সেভাবে জাকিয়ে শীত পাল না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কম।আলিপুরে আবহাওয়া দক্ষতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন কলকাতা-রহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কয়েকটি জেলায় কুয়াশার দেখা মিলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে জাকিয়ে শীত উঠাও হলেও, কখনকেন ঠাঠান রয়েছে পাহাড়ঘেঁষা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

জোয়ার-সোনার-টোটা ৫৫মিনিট এবং ০৮রাত ৫৫টা ৫৫মিনিট। ভাট-দুপুর ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১০মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

রাজ্যে আরও ২ নিপা ভাইরাস আক্রান্তের হৃদিশ-বেলেঘাটা আইডিতে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যে নিপা ভাইরাসের নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বর্ধমান

নিপা পজেটিভ এসেছে। এই দুই স্বাস্থ্যকর্মী যশোর রোডের বারাসত রথতলা সংলগ্ন একটি বেসরকারি



মেডিক্যাল হাসপাতালে কর্মরত একটি নার্স ও হাউস স্টাফের শরীরে নিপার উপসর্গ ধরা পড়েছে। তাদের দ্রুত কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে দুজনই চিকিৎসাধীন। তাদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মূলত বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে যে নার্সের চিকিৎসা চলছিল, তিনি দুজন স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই সংস্পর্শের কারণে এই দুই জনের শরীরে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদের তড়িঘড়িড আইডি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে নিপা আক্রান্ত বারাসতের দুই নার্স এখনও কোমায় রয়েছে। গ্লাসগো কোমা স্কেলে চোখ খোলা, মৌখিক প্রতিক্রিয়া ও মোটর রেসপন্স-এই তিনটি সূচক ৫-এর নিচে রয়েছে। বিশেষত সিস্টার নার্সের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। পুণে এনআইডি থেকে তার রিপোর্ট

হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। কয়েক দিন আগে আক্রান্ত সিস্টার নার্স বলেছিলেন যানা। ৬১ তারিখ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে দু’দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই সময় একজন হাউস স্টাফ ও নার্স তার সংস্পর্শে আসেন, তাদের শরীরে পরে উপসর্গ দেখা যায়। স্বাস্থ্য দফতর সতর্কতা জারি করেছে, পাশাপাশি আক্রান্তদের সঙ্গে সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের খোঁজববর নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে আরও ২ নিপা ভাইরাস আক্রান্তের হৃদিশ-বেলেঘাটা আইডিতে চিকিৎসাধীন রাজ্যে নিপা ভাইরাসের নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে কর্মরত একটি নার্স ও হাউস স্টাফের শরীরে নিপার

মহানগরের খবর

বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে শিক্ষক নিয়োগ, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শুরু হবে কাউন্সেলিং



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে চলেছে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং পর্ব। মেধাতালিকাের ভিত্তিতে এই পর্বেই প্রার্থীরা নিজেদের স্কুল বাছাই করতে পারবেন। তবে মোট ১২,৪৪৫ শূন্যপদে নিয়োগের জন্য মেধাতালিকায় থাকা সমস্ত শিক্ষকদের কাউন্সেলিং ও স্কুল অ্যালটমেন্ট সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। প্রসঙ্গত, আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে প্রকাশিত হবে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত মেধাতালিকা। তার পরে শুরু হবে নবম-দশম শ্রেণির তথ্য যাচাই পর্ব। বিকাশ ভবন সূত্রে জানা গেছে, মেধাতালিকা প্রকাশের পর সরস্বতী পুজো এবং সাধারণতন্ত্র দিবসের ছুটি থাকায় ২৭ জানুয়ারির আগে কাউন্সেলিং ও স্কুল বাছাই শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, হাইকোর্টের নির্দেশে গত ২৭ ডিসেম্বর এসএসসি ১৫৪ জন চাকরিপ্রার্থীর তথ্য যাচাইয়ের তালিকা প্রকাশ করেছিল। এই তথ্য যাচাই কাজ ৩০ ডিসেম্বর সম্পন্ন

হয়। এরপর ৮ জানুয়ারি ৪৯ জন প্রার্থীর ইন্টারভিউ শুরু হয়। এই ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার দু’সপ্তাহের মধ্যেই আশা করা হচ্ছে মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে। বিষয় ভিত্তিক ও সংরক্ষণ ভিত্তিক চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশের পরই প্রার্থীরা তাদের চাকরির সুপারিশ পত্র হাতে পাবেন। গত বছর ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষায়য় অংশ নিয়েছিলেন ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬০৬ জন প্রার্থী। ফলাফল প্রকাশিত হয় ৭ নভেম্বর। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মেধাতালিকা প্রকাশের প্রত্যাশা থাকলেও হাইকোর্টের নির্দেশে ৪৯ জন প্রার্থীকে অতিরিক্ত ইন্টারভিউতে ডাকতে হয়, ফলে মেধাতালিকা প্রকাশ ও কাউন্সেলিং পর্বে দেরি হয়। এসএসসি জানিয়েছে, জানুয়ারিতে কাউন্সেলিং শুরু হলেও বিধানসভা ভোটের আগে পুরো পর্ব সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে। মেধাতালিকায় থাকা প্রার্থীরা এখন কাউন্সেলিং শুরু হবার জন্য অপেক্ষা করছেন। বিদ্যালয় বাছাই ও স্কুল অ্যালটমেন্টের ফলে প্রার্থীরা নিজের পছন্দমতো স্কুলে যোগদান করতে পারবেন।

গঙ্গাসাগর এবছর স্বচ্ছতার পূণ্যভূমি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা,৪ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই স্লোগান বেঁধে দিয়েছিলেন - সাগর লেবার আহ্বান স্বচ্ছতার পূণ্যস্থান। মগধ সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে সেই স্বচ্ছতা সংক্রান্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যমন্ত্রী শ্রী বোচারাম মাল্লা। তিনি পায়ে স্ট্রেট স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নানান উদ্যোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন, সঙ্গে ছিলেন দ ঃঃ৪ পরগণা জেলা প্রশাসন ও সাগর রূপ প্রশাসনের আধিকারিকরা। মন্ত্রী প্রথমে মেলা প্রাঙ্গনের পাঁচ ও ছয় নম্বর রাস্তার মাঝে অবস্থিত কমিউনিটি টয়লেট ব্লকগুলি পরিদর্শন করেন। লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর ব্যবহারের জন্য পর্থাণ্ড জলের ব্যবস্থা সহ গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার শৌচাগার, চার শতাধিক ভ্রাম্যমান শৌচাগার ও বেশ কিছু বায়োটিয়লেট। এরপর তিনি সাগর মেলার জন্য গড়ে তোলা কটিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ন্যাপকিন ইনসিনেরেটর ইউনিটেড, মোবাইল টয়লেট, প্লাস্টিক বোতল ক্রাসার ইউনিট গুলি ঘুরে দেখেন। কথা বলেন পূণ্য স্নানের জন্য ভিন্ রাজ্য থেকে আসা পূণ্যার্থীদের সঙ্গেও এ প্রসঙ্গে এদিন বোচারাম মাল্লা জানান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আবর্জনা মুক্ত ক্রিন ও গ্রীণ গঙ্গাসাগর মেলা গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে মেলার পচনশীল আবর্জনাকে জৈব সারে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্লাস্টিক বর্জ্য ধরন অনুযায়ী বাছাই,পরিষ্কার ও শুকনো করে সাগর রুকের ই প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে পাঠানো হচ্ছে।



গোপালপুর নবরুপা সংঘের পরিতালনায় ৮ দিনব্যাপী এক বিরাট গ্রামীণ মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজ্ঞ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে শুভ সূচনা করা হয়। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ।

ভারতীয় রেলওয়ের অনন্য উদ্যোগ, বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক খাবারের স্বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় রেলওয়ে কেলন একটি পরিবহন মাধ্যম নয় এটি ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনরেখা। সময়ের সাথে সাথে, ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমাগত নিজেকে আধুনিকীকরণ করেছে-তা উচ্চ-গতির ট্রেন, উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা বা উন্নত যাত্রী সুবিধার মাধ্যমেই হোক না কেন। এই একই চেষ্টানায়, একটি নতুন এবং অনন্য উদ্যোগ চালু করা হয়েছে যা রেল ভ্রমণকে আরও স্মরণীয় করে তোলে। বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক খাবারের প্রবর্তন এখন একটি পদক্ষেপ যা কেবল ভারতের সুবিধাই বাড়ায় না, বরং জাতীদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিও শ্রদ্ধা জানায়। যাত্রী অভিজ্ঞতার উপর কেন্দ্র করে একটি নতুন ভাবনা-আজকের যাত্রী কেবল সঠিক সময়ে,গন্তব্যে পৌঁছাতেই চান না, বরং ভ্রমণের সম আরাম, গুণমান এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেও মূল্য দেন। এই কথা

মাথায় রেখে, ভারতীয় রেলওয়ে বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক, ঐতিহ্যবাহী এবং খাটি খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রীরা এখন আরামে বসে বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন। এই উদ্যোগটি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে ভারতীয় রেলওয়ে শুধু ক্রম থেকে একটি অভিজ্ঞতামূলক ভ্রমণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একোর প্রতীক হিসেবে ভারতীয় রেলওয়ে ভারত বৈচিত্র্যের দেশ-ভাষা, পোশাক, ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি, খাবারের দিক থেকে। প্রতিটি রাজ্য এবং অঞ্চলের নিজস্ব অনন্য স্বাদ এবং পরিচয় রয়েছে। বন্দে ভারত ট্রেনে আঞ্চলিক খাবার পরিবেশনের উদ্যোগটি এই বৈচিত্র্যকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলির বিখ্যাত খাবার এখন

এই ট্রেনগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় যাত্রীরা যেমন বাড়ির খাবারের স্বাদ পান, ভেমনই অন্যান্য অঞ্চলের ভ্রমণকারীরাও ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি অনুভব করার সুযোগ পান।পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার ঐতিহ্য ও আবেগের স্বাদপশ্চিমবঙ্গের রন্ধনশৈলী তার স্বতন্ত্র মশলা এবং ধীরে ধীরে রান্না করা খাবারের জন্য পরিচিত। রাউরকেলা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রীরা কোশা পনিরের স্বাদ নিতে পারেন, অন্যদিকে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আলু-পুর্লি ভাজা ভ্রমণকারীদের বাংলার ঐতিহ্যবাহী রান্নাঘরের সাথে সংযুক্ত করে।বিহার থেকে, চম্পারায় পনির (পটিনা-রাঁচি) এবং চম্পারায় চিকেনের (পোটিনা-হাওড়া) মতো খাবারগুলি গ্রামীণ ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম এবং মাটির নির্বাশ বহন করে। এই খাবারগুলি বিহারের সরলতা, স্বাদ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কে প্রতিকলিত করে।মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতের

ঐতিহ্যবাহী স্বাদমহারাষ্ট্রীয় রন্ধনপ্রণালী তার সরলতা এবং পুষ্টিগুণের জন্য পরিচিত।নাগপুর-সেকেনদ্রাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রীদের মহারাষ্ট্রের একটি বিশেষ প্রাতঃরাশ, কান্দা পোহা পরিবেশন করা হয়। এর পাশাপাশি, অক্সপ্রদেশের বিশেষ খাবার মেনম অক্স কোর্ডি কুর্বা এবং ভাভলুয়া কয়ম পোড়ি ফ্রাই দক্ষিণ

ভারতীয় মশলার ত্রিভু স্বাদকে তুলে ধরে।সিএসএমটি-মাগোও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে, মাসালা উমপা যাত্রীদের জন্য একটি হালকা, স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু বিকল্প প্রদান করে।গুজরাট এবং ওড়িশা সরলতার মধ্যে স্বাদগুজরাট রন্ধনপ্রণালী তার সুযম স্বাদের জন্য বিখ্যাত। মুম্বাই সেন্ট্রাল-গান্ধীনগর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মেথি খেপলা পরিবেশন করা হয়, অন্যদিকে সবরমতী-ভেরাবল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মাসালা লাউকি পাওয়া যায়। এই খাবারগুলো শুধু সুস্বাদুই নয়, স্থানীয় কৃষি ও ঐতিহ্যের সাথেও

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য, আলু ফুলকপি ওড়িশার ঘরোয়া রান্নার প্রতিনিধিত্ব করে-যা সরল, সুযম এবং তৃপ্তিদায়ক। কেরালার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী খাবারকেরালার রন্ধনপ্রণালী তার নারকেল-ভিত্তিক স্বাদ, মশলা এবং ঐতিহ্যবাহী রান্নার পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত। কাসারগড়-তিরুননন্তপুরম এবং ম্যাসালুরু-তিরুননন্তপুরম বংে দ ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিজ্ঞতা একটি সম্পূর্ণ কেরালার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন। খাবারে থাকে সাদা ভাত, পাচকান্কা চেরুপায়ার মেয়ুর্কু পেরোডি, কাডালা কারি, কেরালা পেরোডি, প্লেইন দই, পালাদা পায়সম এবং পাল্লম। এটি শুধু খাবার নয়-এটি কেরালার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি স্বাদ যা যাত্রাকে বিশেষ করে তোলে। ডোগরি এবং কাশ্মীরি রন্ধনপ্রণালী পাহাড়ের এক বিশেষ স্বাদ জম্মু ও কাশ্মীরের রন্ধনপ্রণালী তার সুস্বতা এবং অনন্যতার জন্য পরিচিত।

অমিত শাহর নির্দেশের পর ফের প্রাসঙ্গিক দিলীপ ঘোষ, গেরুয়া অন্দরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : অমিত শাহর বার্তার পর ফের বঙ্গ বিজেপিতে প্রাসঙ্গিক হবে. উঠেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এ পরিস্থিতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরের ভেতরে-১৭ ও ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদির রাজ্য সফরে কি মঞ্চে দেখা যাবে তাঁকে? দলের ‘ শিবির চাষ, শমীক উদ্ভাচার্য, সুকান্ত, শুভেংদুদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে দিলীপ ঘোষকেও রাখা হোক। বঙ্গ বিজেপির সফলতম সভাপতিকে এবার প্রধানমন্ত্রীর সভায় রাখতে হবে-এই দাবি তুলেছেন দিলীপ অনুগামী ও দলের প্রবীণ নেতারা। যদিও দিলীপ বিরোধী শিবিরের অনেকেই এই সিদ্ধান্তে পুরোপুরি সম্মত নয়। তবে নির্বাচনের আগে দিলীপকে মাঠে নামানোর নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন অমিত শাহ। রাজ্যের মালদহে এবং ১৮ জানুয়ারি

যাদব থেকে সুনীল বনশলরা পর্যন্ত চাইছেন, শুভেন্দুশমীক-সুকান্তদের মতো দিলীপকেও পুরোপুরি কাজে লাগাতে। এখন বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে সিদ্ধান্ত নেনেন, সেটাই পুরো পরিকল্পনার মূল কাাি তবুও খবরের ভিত্তিতে মনে হচ্ছে, দিলীপ বিরোধী শিবিরের আপত্তি সত্ত্বেও মোদির মঞ্চে দিলীপের থাকার সম্ভাবনা বেশ। প্রসঙ্গত, দলের ভিতরে কোভিড সামলাতে অমিত শাহ নিজে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। দিলীপের অভিমান ভাঙিয়ে মাঠে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই তাঁর অনুগামীরা মনে করছেন, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে রাখার সিদ্ধান্ত দলকে আরও শক্তিশালী করবে। কারণ, কিছুদিন ধরে মোদির সভায় আমন্ত্রণ পাননি দিলীপ। আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদহে এবং ১৮ জানুয়ারি

হুগলির সিদ্ধুরে পরিবর্তন সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি উপস্থিত থাকবেন। দিঘার জগন্নাথ মঠির যাত্রার পর থেকেই দলের ভিতরে ‘ ছিলেন দিলীপ। বহু দলীয় কর্মসূচি-অনুষ্ঠানেও ডাক পাননি। কিন্তু বছরের শেষে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গ বিজেপিতে ফের প্রাসঙ্গিক হবে. উঠেছেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে, পদ্মশিবিরও তাঁকে মাঠে নামানোর প্রস্তাব দিয়েছে। শাহ রাজ্য ত্যাগের পর থেকেই দিলীপকে ঘিরে নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। ইকো পার্কে প্রাভভ্রমণে বেরোলে আবারও তাঁর চারপাশে লোক জমা হচ্ছে-যা গত কয়েক মাসে অনেকটা কমে গিয়েছিল। অনুগামীরাই জানাচ্ছেন, দিলীপ চক্রে আরও সক্রিয় হয়েছেন। নিউটাউরের বাসভবনে তাঁর ফোন এবং মেসেজের সংখ্যা বেড়েছে।

সুন্দরবনের মৈপীঠে অবাধে ম্যানগ্রোভ নিধন চলছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৪ জানুয়ারি : সুন্দরবনে মৈপীঠে ঠাকুরান নদীর চরে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগে উঠেছিল কয়েক সপ্তাহ আগে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ আজও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, নতুন করে

আর গাছ কাটার খবর আসেনি।

আগের ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।

Billagram Gram Panchayat Belari, Purbā Bardhaman Ausgram-I Panchayat Samity Notice Inviting e-Tender/NIT No. 14/ 2025-26, Sl.No.-1 to 6, Date: 14.01.2026 Invites e-tender for the 6(Six) different works at different places. Date of Opening of Financial proposal(online): 30/01/2026 at 12.00pm. For details visit http://wbtenders.gov.in Sd/- Prodhan Billagram Gram Panchayat	Billagram Gram Panchayat Belari, Purbā Bardhaman Ausgram-I Panchayat Samity Notice Inviting e-Tender/NIT No. 15/ 2025-26, Sl.No.-1 to 2, Date: 14.01.2026 Invites e-tender for the 2(two) different places. Date of Opening of Financial proposal (online): 30/01/2026 at 12.00pm. For details visit http://wbtenders.gov.in Sd/- Prodhan Billagram Gram Panchayat
--	--

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites e-Tender for the following work: (Submission of bid through online): NIT No.: KMC/EE/WS/C/165/25-26/19 Name of Work: Improvement of F.W. supply pipe at 41B, 44, 37/2 and other Bright Street in Ward No.-65. Estimated amount: ₹ 2,30,004.00. Earnest Money: ₹ 4,600.00. Period of Completion: 21 days. Start date and time of online submission of Bid: 16.01.2026 at 1 p.m. Last date and time of online submission of Bid: 24.01.2026 at 1 p.m. The bid forms and other details will be available on the website https://tenders.wb.gov.in For any addendum or corrigendum, please refer to the website https://tenders.wb.gov.in	safty accessories at different sections like Thika, MC, Room No.-129 & 125, Survey Department, Building Department etc. of C.M.O. Building. Estimate amount: Open quotation. Earnest Money: ₹ 5,400.00. Period of Completion: 10 days (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: 27.01.2026 – 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 16.01.2026 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2). The website https://wbtenders.gov.in (For Sl.No. 1 & 2).
The Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC invites e-Tender for the following work: NIT No.: KMC/WS/West/W90/T-15/2025-26 Name of Work: Restoration of filtered water supply near Pre. No. 18/16/2C, 18/4/B, 18/4H/2, 18/21/1, Fern Road, 20H, 20Q, 47E, 47G, Ballygunge Terrace, 12A, 9F, Ballygunge Station Road, 35A, 45, Jatin Das Road etc. & other allied works in Ward No.-90. Estimated Amount: ₹ 1,98,272.00. Earnest Money: ₹ 3,970.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): 28.01.2026 at 1 p.m./30.01.2026 at 1 p.m. The bid forms and other details are available from the websites https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in	The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC invites e-Tender by two bid system for following works: (1) NIT No.: LTG/406/48/V/Z-II/25-26 Name of Work: Supplying of energy efficient LED light fittings at different places in Ward No.-48. Estimate amount: ₹ 1,99,280.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of Bid: 24.01.2026 upto 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 13.01.2026 at 6 p.m. (2) NIT No.: LTG/443/44/V/Z-II/25-26 Name of Work: Miscellaneous repairing & replacement of lighting system at different areas in Ward No.-44. Estimate amount: ₹ 1,99,387.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (3) NIT No.: LTG/442/43/V/Z-II/25-26 Name of Work: Miscellaneous repairing & replacement of lighting system at different areas in Ward No.-43. Estimate amount: ₹ 1,99,387.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (4) NIT No.: LTG/426/43/V/Z-II/25-26 Name of Work: Renovation of Uttaran lighting system at different Uttaran areas in Ward No.-43. Estimate amount: ₹ 1,98,760.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (5) NIT No.: LTG/427/44/V/Z-II/25-26 Name of Work: Renovation of Uttaran lighting system at different Uttaran areas in Ward No.-44. Estimate amount: ₹ 1,98,989.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 7 days (For Sl. No. 2 to 5). Last date and time of submission of Bid: 31.01.2026 upto 12 Noon (For Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from 16.01.2026 at 5 p.m. (For Sl. No. 2 to 5). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).
The Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC invites e-Tender for the following works: (1) NIT No.: EE/O&M-III/34OF/2025-26/e-T-25 Name of Work: Renewing two nos. 50HP Motor of desludging Pumps, one 50HP Recirculation Motor and two nos. 4HP Motor of clarifloculator Drive System by rewinding, thorough servicing, overhauling and replacement of damaged components at WTP-1, GRWW. Estimated Amount: ₹ 3,96,869.00. Earnest Money: ₹ 7,950.00. Period of Completion: 21 days. (2) NIT No.: EE/O&M-III/40OF/2025-26/e-T-24 Name of Work: Development of M.S. strainer at the four Office Channel to arrest the foreign materials of raw water and also development of two MS Pathway to get access to those strainers for cleaing at WTP-1, GRWW. Estimated Amount: ₹ 2,25,463.00. Earnest Money: ₹ 4,520.00. Period of Completion: 14 days. Last date and time of receipt of Tender (Online): 25.01.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of opening of Tender (Online): 27.01.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).	The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-V/Br.-XIII, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/V/119/74/25-26/APAS/12 (2nd Call) Name of Work: Installation of Pole with fittings at D.H. Road Bye Lane under Booth No.-74 in Ward No.-119. Estimated amount: ₹ 1,45,005.86. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of completion: 25 days. (2) NIT No.: KMC/LTG/V/119/78/25-26/APAS/12 (2nd Call) Name of Work: Installation of Pole with fittings at Brojen Mukherjee Road Bye Lane under Booth No.-78 in Ward No.-119. Estimated amount: ₹ 1,18,028.49. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of completion: 25 days. (3) NIT No.: KMC/LTG/V/119/108/25-26/APAS/12 (2nd Call) Name of Work: Installation of Pole with fittings at different location of S. N. Roy Road under Booth No.-108 in Ward No.-119. Estimated amount: ₹ 1,16,718.21. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of completion: 20 days. Last date and time of submission of Bid: 27.01.2026 – 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 14.01.2026 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).
The Dy. C. E. (Water Supply)/(HQ), KMC invites e-Tender online percentage two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/WS/PBPS/25-26/05/1st Call Name of Work: Restoration of Pumping service by replacement of defective spares of 4 Nos. Submersible Pump-Motor Units for Phoolbagh ESR side delivery line at Patuli BPS. Estimated Cost: ₹ 2,93,770.10. Earnest Money: ₹ 6,000.00. (2) NIT No.: KMC/WS/PBPS/25-26/07/1st Call Name of Work: Supplying and laying of HT power cable with termination for 2nd point 11kV power supply at Patuli BPS. Estimated Cost: ₹ 2,70,827.46. Earnest Money: ₹ 5,500.00. (3) NIT No.: KMC/WS/ABPS/25-26/04/1st Call Name of Work: Supply and laying of 3 core 300 sq.mm HT power cable with termination for 2nd point 11kV power supply at Anandapur BPS. Estimated Cost: ₹ 2,87,631.84. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 days (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: 31.01.2026 – 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: 02.02.2026 – 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 17.01.2026 – 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).	CORRIGENDUM (1) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/55/25-26 (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/63/25-26 (1st Call), (3) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/64/25-26 (1st Call), (4) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/65/25-26 (1st Call), (5) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/66/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on 22.12.2025 (Key No. 1771/25-26) of Engineering (Civil)/Br.-III Department (Sl. No. 4, 9 to 12). Last date and time of submission of Bid will be read as 27.01.2026 upto 12 Noon instead of 27.12.2025 upto 9 a.m. (For Sl. No. 1 to 5). Date and time of opening of Bid will be read as 29.01.2026 after 12 Noon instead of 29.12.2025 after 9 a.m. (For Sl. No. 1 to 5). All other criteria remain unchanged.
The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/H.Q., KMC invites e-Tender online quoted rate in two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/116/25-26 Name of Work: Renovation of electrical system at various sections like 2nd Floor West Block Corridor, 2nd Floor Personal Department, Room No.-115 & 216, Ground Floor press area etc. of C.M.O. Building. Estimate amount: Open quotation. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/109/25-26 Name of Work: Supply & installation of electrical &	Corrigendum of NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-16-25-26 (1st Call) published in this Newspaper on 19.12.2025 (Key No. 1748/25-26) of Engineering (Civil)/Br.-III Department. Last date and time of submission of Bid will be read as 27.01.2026 upto 5 p.m. instead of 12.01.2026 upto 11 a.m. Date and time of opening of Tender will be read as 29.01.2026 after 5 p.m. instead of 14.01.2026 after 11 a.m. All other criteria remain unchanged. (1956/25-26)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১ মাঘ ১৪৩২

সিনেমার কারিগর

তরুণ মজুমদারের প্রথম ছবি ধরতে হবে ‘আলোর পিপাসা’ (১৯৬৫)। ১৯৬৫ সাল থেকেই আসলে ‘যাত্রিক’ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন ভাবে কাজ শুরু করেন তিনি। তবে তরুণ মজুমদারের প্রথম ছবি হিসেবে মানুষ উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ‘চাওয়া পাওয়া’ (১৯৫৯)-কেও ধরেন। কেননা ‘যাত্রিক’-এর মুখ ছিলেন তরুণ মজুমদার। ‘যাত্রিকের’ ব্যানারেই তাঁর প্রথম জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি, ছবিটি ছিল ‘কাঁচের স্বর্ণ’ (১৯৬২)। কিন্তু সালতামামি বা ছবির সংখ্যা বা পুরস্কার দিয়ে ধরা যায় না তরুণ মজুমদারের মতো এক সন্তাকে। তবুও এই মুহূর্তে যারা আবার তরুণ মজুমদারের ছবি নতুন করে দেখতে চাইবেন, তাঁর ষাট বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারের বিপুল কাজের মধ্যে থেকে কোনগুলি দেখবেন, যদি ভাবেন, তা হলে তাঁদের একটা সুখ ধরিয়ে দেওয়ার অক্ষম প্রয়াস মাত্র করতে পারি। তরুণ মজুমদারের ছটি ছবি বেছে নিচ্ছি। সেগুলি হল ‘পলাতক’ (১৯৬৩), ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’ (১৯৭৩), ‘ফুলেশ্বরী’ (১৯৭৪), ‘সংসার সীমান্তে’ (১৯৭৫), ‘গণদেবতা’ (১৯৭৮), ‘দাদার কীর্তি’ (১৯৮০)। ছবিগুলির খুব সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় শুধু দিতে চেষ্টা করব এখানে। তরুণ মজুমদার ‘যাত্রিক’ ব্যানারে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৯ সালের ‘চাওয়া-পাওয়া’ দিয়ে। স্বাধীন ভাবে, মানে, নিজের নামে কাজ শুরু করেন ১৯৬৫ সাল নাগাদ। কিন্তু ‘যাত্রিক’ ব্যানারে কাজ করলেও, ‘পলাতক’ (১৯৬৩) সেন তরুণ মজুমদারেরই ছবি। এ ছবির অঙ্গে অঙ্গে সেই ট্রেডমার্ক ‘তারুণ্য’। ফলে, তরুণ মজুমদারের ছবি বাছতে বসে পলাতক-কে না বেছে পারা যায় না। এ ছবিটিতে অসাধারণ অভিনয় করে অনুপকুমার চিরদিনের জন্য বাঙালির মনের মণিকোঠায় ঠাই করে নিয়েছেন। এক ঘর-পালানো উদাসী বাউন্ডুলে তরুণের চরিত্রে অনুপের স্বতঃস্ফূত অভিনয় আজও ভোলেনি বাঙালি। সারা জীবন ধরে নানা জঁরের ছবি করছেন তরুণ মজুমদার। এর মধ্যে হাস্যরসাত্মক ছবি হিসেবে ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’ (১৯৭৩) খুবই বিশিষ্ট। ছবিটি দারুণ বক্স অফিস পায়। মিষ্টিমধুর প্রেমের কাহিনি-নির্ভর এই ছবিতে ঘটনার ঘনঘটা, গল্পের মসৃণ গতি একটা অভূতপূর্ব আমেজ তৈরি করে দিয়েছিল। হলে বা দূরদর্শনে এ ছবি দেখতে দেখতে বাঙালি হেসে গিয়ে পড়েছে যে কতবার! ‘ফুলেশ্বরী’ (১৯৭৪) স্বয়ং তরুণ মজুমদারের প্রিয় ছবি। ফলে এ ছবির প্রতি দর্শকের একটা আলাদা আকর্ষণও থাকবেই। আছেও। গানে গানে মুগ্ধমান্না এই ছবিটি বাঙালিকে হসতে চিরকাল তাড়া করবে। এ ছবি দেখে মুগ্ধ উত্তমকুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ফেন করেছিলেন। প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ‘পুলু’কে। ‘সংসার সীমান্তে’ (১৯৭৫) ছবিটিতে দারুণ চ্যালেঞ্জিং এক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র। তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি বিশিষ্ট উনুন্যায় ‘গণদেবতা’। ‘গণদেবতা’ (১৯৭৮) বাংলা ছবির ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এই ছবি জাতীয় পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। ‘দাদার কীর্তি’ (১৯৮০)। এতদিন যে-ধরনের ছবি তরুণ মজুমদার করতেন, তার থেকে যেন একটু সরে এলেন। এ ছবিতে তাসপ পালের ‘ডেবিউ’। ছবি তৈরি করার আগে তরুণ মজুমদার গল্প তৈরি করতেন। ভালো গল্প না হলে তিনি ছবি করতেন না। রোমাণ্টিক ছবি করার দিকে যেনমন ঝোঁক ছিল ঠিক সেই রকম রোমাণ্টিকতার মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলার পরিবেশকে ভুলে ধরতেন তাঁর ছবির মধ্যে দিয়ে। তিনি দর্শকদের সঙ্গে গ্রামীণ রোমাণ্টিকতা প্রবেশ করিয়ে দিতেন। তাঁর সব ছবিরই দর্শকদের অতি প্রিয় ছিল। ছবিতে তিনি বড় একটা বড় মাপের কোনও অভিনেতা অভিনেত্রী নিতেন না। সাধারণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে ছবি করে সুনাম অর্জন করতেন।

মজলিশি রুটি

এ বাকরখানি আজকের প্রয়াগরাজ শহরে। তখন সকালে ফেরিওয়ালাদের নানারকম আওয়াজের মধ্যে যেটা আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণ করতো তা হলো- বাখরখানি। এক বৃদ্ধ চাচার সুরেলা কন্ঠে এই কাক ছেঁদের কাছে সেদিন ছিল শ্যামের বাঁশি, শোনামাত্রই যার যা সঞ্চয় নিয়ে একমুটে সদর দরজায়। তারপর আর কি, চাচার কাছ থেকে মহাশ্ব এ জিনিসটি নিয়ে রোয়াকে বসেই সবাই মিলে খাওয়া আর বাড়ীতে ঢুকে ঠান্ডার কাপড়ে হাতমেজা। ও হরি, তোমরা তো আবার দেখা দুরে থাক নাই শোনি! এটা একধরনের পরোটা যা ময়দার সাথে দুধের মালাই ও মান্না মিশিয়ে তদুপে সঁকা। হাফা মিষ্টি ও মুচমুচে স্বাদ। চা থেকে মাংস সব দিয়েই খাওয়া যায় তবে ছোটদের আর সে বর্ধের কোথায় ? সুতরাং এমনি এমনিই সই! এপার বাংলায় না পাওয়া গেলেও পুরানো ঢাকার কিছু এলাকায় এখনো এটি তৈরী হয় তবে তার আধুনীকরণ হয়েছে। কিন্তু কেন এই অদ্ভুত নাম? অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগা বাকের নামে তুর্কিস্তানের এক ভাগ্যবিধিস্ত বালক ক্রীতদাস হয়ে এসেছিল এ দেশে। বালার সূবেদার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ সুদর্শন বালকটিকে কিনে নিয়েছিলেন। বালকের বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে নবাব তাকে লেখাপড়া ও সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলেন এবং তাকে পুত্র হিসেবে দত্তক নেন । ইনি প্রথমে চট্টগ্রামে ফৌজদারের পাণ্ডিত পালন করেন, এরপর দীর্ঘ সময় বাকলা চন্দ্রধীপের শাসনকর্তা ছিলেন। তারই নামানুসারে বাকেরগঞ্জ বা পরবর্তীতে বরিশাল জেলার উপপত্তি হয়। এই বাকের মিঞা ভালোমতে ছিল সুন্দরী নর্তকী খনি বেগমকে। কিন্তু আরও একজন ছিল নর্তকীর রূপে মুগ্ধ উজির জাহান্দার খানের ছেলে কোতোয়াল জয়নুল খাঁ। নর্তকীকে ঘিরে আগা বাকের ও জয়নুল খাঁর প্রেমকাহিনী ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কাছে কোথায় লাগে হালের বলিউড সিনেমা! নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূত্র ধরে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বাকেরকে বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শিক্ষাই আলোকে নিয়ে আসে। জীবন আলোর শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে। জীবন আলোর খুবই প্রয়োজন। গীতা পাঠ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গােক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কায়োর কাছ থেকে

ভারতের ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যের প্রকাশ করে গিয়েছিলেন যদুনাথ সরকার

রবীন্দ্রকুমার শীল

আচার্য যদুনাথ সরকারের ইতিহাস-সাধনা সম্বন্ধে দুটি প্রাথমিক প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। প্রথমত তিনি এম. এ. পরীক্ষার জন্য ইতিহাসের পরিবর্তে ইংরেজি বেছে নেন। তবে ঠিক এম. এ. পরীক্ষার পরেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ইতিহাস নির্বাচন করলেন কেন? দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বাদ দিয়ে



তিনি মধ্যযুগের ইতিহাস, বিশেষত আওরঙ্গজেবের মতো হিন্দু বিজয়ী সম্রাটের ইতিহাস, গবেষণার বিষয় রূপে গ্রহণ করলেন কেন? আচার্য যদুনাথ সরকার কলকাতায় আকাশবাণীতে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন যে তাঁর পিতা তাঁর মনে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগের বীজ বপন করেছিলেন, এবং পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি স্বদেশের ইতিহাস চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। কোন দেশের সাহিত্য ভাল করে বুঝতে হলে সেই দেশের ইতিহাস জানার দরকার। দান্তের মহাকাব্যের রসায়াদনের জন্য আচার্য যদুনাথ সরকার ইটালির ইতিহাস পড়েন সিমনানডির থ্রুস্টে। তাঁর কাছে সাহিত্য এবং ইতিহাস পরপরের অনুরূপ ছিল। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফলে ইংরেজি ভাষায় ভাব প্রকাশে তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিলেন। ইউরোপের ইতিহাস পাঠের ফলে ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেশকালের গতি অতিক্রম করেছিল। ইতিহাস এক মহাদেশ নামক বাংলা প্রবন্ধে তিনি বলেন, ‘তুলনামূলক নৃতত্ত্ব, জনকাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদির গত পঞ্চাশ বৎসরে যে অগাধ চর্চা হয়েছে তাহার ফলে প্রাগ ইতিহাস নামে একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়। যিনি অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল মধ্যযুগের ফারসি আর মারাঠি বই এবং কাগজপত্রের স্তম্ভে ডুবে ছিলেন তার পক্ষে ইতিহাসের সীমানার বিস্তার সম্বন্ধে এই

quires not only mere industry a copyistós industry in collecting materials— but what is far hig here extensive reading not narrow specialised study— power of deep thinking and connecting together the near and the distant— things Indian and foreign by way of comparative estimate and liberal interpretation and a certain advance in age.

এখানে আচার্য যদুনাথ সরকার তিনটি গুণের উপর জোর দেন : (১) নানা বিষয়ে পড়াশুনা, (২) গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, (৩) মানসিক শক্তি পরিণতি লাভ করেছে এমন বয়স। আজকাল যারা তিন বৎসরে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করে উত্তর হন তাঁদের কাছে এসব কথা বুজের প্রলাপ মনে হবে। আচার্য যদুনাথ সরকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করেন নি কিন্তু এই দুরূহ বিষয়ে তার জ্ঞান কত গভীর ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে। সরদেশাই বলেছিলেন, একদিন কামসেতে হুদানী ফুলের প্রধান শিক্ষক তার কাছে এসেছিলেন হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষে একটি বাণীর জন্য। আচার্য যদুনাথ সরকার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরদেশাই যখন ভাবছিলেন তিনি কী লিখবেন তখন। Jadunath quietly

pulled out a piece of paper and wrote on it in his own hand a line from the Heliodorus pillar inscription at Bhlisa Scir. 130 B.C. which means that the best religion consists in carrying into practice selfrestraint— self sacrifice and right thinking. What more fitting message from Ancient India could a venerable Guru give to Modern India. ১৯৪০ সালে আচার্য যদুনাথ সরকার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পুস্তকের তালিকা সরদেশাইকে পাঠান পড়বার জন্য। তাতে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে জায়বালের প্রদিক বই সম্বন্ধে লিখেন : writings of K. P. Jayaswal— though containing a few original discoveries— are ninety nine per cent pure nationalistic brag and moonshine.

এই কয়টি শব্দে যদুনাথ জায় সবালের বই সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের মত প্রকাশ করেছিলেন।

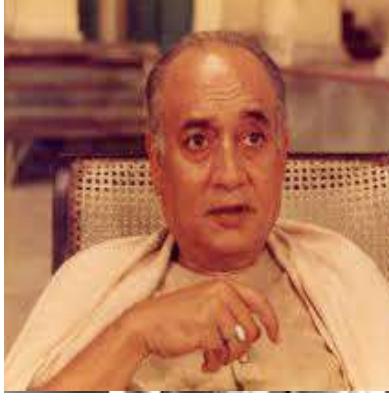
সেকালে কেউ কেউ ইংরেজি এবং ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পরে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তেন, কিন্তু পরে ইতিহাসে তাঁদের অনুরাগ বাড়ত। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস নেতা এবং রাষ্ট্রপতি থাকার সময় তিনি ইতিহাসচর্চায় সক্রিয় .ভাবে সহায়তা করতেন। আচার্য যদুনাথ সরকারের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগ করা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার কারণ নেই।

আচার্য যদুনাথ সরকার যখন কলেজে পড়তেন তখন হিন্দু ধর্মের পুনরন্মুদ্যদের যুগ চলছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় পণ্ডিতরা প্রাচীন ভারতের কীর্তিগাথার রচনা শুরু করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ‘হিস্টরি অব সিন্ডিলাইজেশন ইন এশিয়াটিক ইন্ডিয়া’ (তিন খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সালে। মহাজনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করে আচার্য যদুনাথ সরকার মধ্যযুগের ইতিহাস; বিশেষত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস তার গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন কেন? ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদান শিলালিপি আর মুদ্রাতত্ত্ব প্রভৃতি আচার্য যদুনাথ সরকারের সাহিত্যিক প্রতিভার পক্ষে আকর্ষণীয় ছিল; তাই ফারসিতে লেখা ইতিহাস এবং চিঠি পত্র

মুতার অব্যবহিত পর্বে আওরঙ্গজেব তার পুত্র আজমকে এক চিঠি লিখেন। তার একটি পঙ্কতি বিশেষ অর্থহীন ‘দেখবে যেন কৃষকেরা এবং সাধারণ মানুষ অন্যায়াভাবে উৎপীড়িত না হয় এবং মুসলমানের নিহত না হয়’।

অভিজাত অভিনয় চর্চায় দক্ষ ছিলেন বসন্ত চৌধুরী

করলেন। চাকরি নয়, অভিনয়ই করবেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। চলে এলেন কলকাতা। অনেকা শহরে স্টাণ্ডগলের পর স্টাণ্ডগল। তবে সিনেমার নায়ক হওয়ার জন্য সুদর্শন চেহারা ছিল বলে প্রযোজক পরিচালকদের চোখে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি। যে ছবি দিয়ে বসন্ত চৌধুরীর রূপকলি পর্দায় আবির্ভাব তা ছিল ‘মহাপ্রস্থানের পথে’। তার বিপরীতে ছিলেন নবাগতা অরক্ষমতী কাথোপাধ্যায়। ছবির পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত ও অরক্ষমতী, দুজনেরই চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ এই



ছবি দিয়ে। দেবদুতসম রূপবান নায়ক যেন পর্দা আলো করে এলেন। সালটা ১৯৫২। উত্তম-সৌমিত্র নিয়ে চিরকাল বাঙালি দুঃখগে বিভক্ত হয়ে তাঁরকের আসর জুড়িয়েও উত্তমকুমারের আলো প্রভিদুল্লী শুরুর ক্ষমতাইলেন বসন্ত চৌধুরী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তো অনেক পরে। উত্তমকুমার ‘ফ্লপমাস্টার’ তকমা পেয়ে স্টাণ্ডগল করছেন যখন, ততদিনে বসন্ত চৌধুরীর আধ্যাত্মিক অভিনয় সাড়া ফেলে দিয়েছে জনমানসে।

দেবকীকুমার বসুর ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ ছবিতে নিমাই চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী আর বিষ্ণুপ্রিয়া ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের

জুটি বিপুল আলোড়ন তোলে বক্সঅফিসে। কিন্তু প্রযোজক পরিচালকদের মাঝে বসন্তকে নিয়ে মাতামাতি ছিল কিছুদিনের জন্য। বসন্তর বিপরীতে সুচিত্রা সেন আর অরক্ষমতী দেবীকে নিয়ে সেভাবে আর ছবি করলেন না কেউ। দেবকী বসু বসন্ত-সুচিত্রাকে নিয়ে ‘ভালবাসা’ ছবি করলেও সে ছবি ফ্লপ করে। ‘রাজা রামমোহন’, ‘যদুভট্ট’ র মতো ছবি ছিল বসন্তর কেরিয়ারে পাইলফলক। যেন ইতিহাসের পাতার রামমোহন হয়েই তিনি রূপালি পর্দায় উঠে এসেছিলেন।

এছাড়াও ‘দিব্যাবিরি কাব্য’, ‘ আঁধারে আলো’, ‘দাঁপ জ্বলে যাই’, ‘বধু’ একাধিক ছবিতে তাঁর নজরকাড়া অভিনয়ে। পাশাপাশি কিছু বলিউড ছবিতেও কাজ করেন।

চরিত্রগত দিক থেকে তিনি ছিলেন ভীষণ স্বচ্ছ। তাঁর চরিত্রে স্ক্যান্ডেলের দাগ কখনও লাগেনি। জীবনে একটি মাত্র নারীকেই ভাল বেসেছিলেন বসন্ত। কিন্তু স্ত্রীর উগ্র আধুনিকতা পছন্দ ছিল না তাঁর। সংসারেও সুখী হননি তিনি। ১৯৫৭ সালে কবি অজিত চক্রবর্তীর ছোট ছেলে যুধাজিৎ চক্রবর্তীর কন্যা অলকাকে ভালবেসে বিয়ে করেন বসন্ত। সেই রেজিস্ট্রি বিয়ে কাউকে না জানিয়ে গোপনে করেছিলেন বসন্ত। অলকার নামটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া। আষাঢ় মাসের জাতিকা তাই ওরদেবের তাঁর নাম দিলেন অলকানাম। অলকা যখন বসন্তর বাগদত্তা তখন তাঁকে ফিল্মে অভিনয়ের জন্য পছন্দ করেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সুকুমার রায়ের পরিবারের সঙ্গে অলকার বাবা যুধাজিৎ চক্রবর্তীর পরিচয়

প্রাচ্য চর্চার প্রাণ কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটি

বিশেষ প্রতিবেদক

২৪৩ তম ‘দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস পলিত হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি। এদিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধি ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণ পুরুষ স্যার উইলিয়াম জোসের সমাধি ক্ষেত্রে মাল্যদান করবেন বর্তমান সংস্থার প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনন্দ সিনহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সকাল ১০.৩০ মিনিটে ‘দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি’ প্রাঙ্গণে উত্তোলন করবেন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আনন্দ সিনহা। সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখায়াওয়াত। উপস্থিত থাকছেন ড. সরিতা বুদ্ধ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চর্চা এবং গবেষণার প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি। ভারতের ব্রিটিশ শাসন কালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্সির তৎকালীন রাজধানি কলকাতায় বিচারপতি রবার্ট চেসার্সের সভাপতিত্বে ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৪ সালে ফিলোলজিস্ট উইলিয়াম জোস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম জোস কলকাতায় এসেই চিন্তা করেছিলেন যে এশিয়ার দুর্লভ সম্পদগুলিকে রক্ষা করতে হবে। এই সব সম্পদকে রক্ষা করতে না পারলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি এক সময়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে পারে। সেই কারণে এশিয়ার দুর্লভ সমস্ত সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠা করে যান। ১৮৩২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ‘দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’। তারপরে ১৯৩৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’। অবশেষে ১৯৫১ সালে ১ জুলাই এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান নাম অনুসারে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ১৮০৮ সালে সোসাইটি এই ভবনে কাজ আসে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোস এশিয়ার বিষয়ে অধ্যয়নকে প্রাধান্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে কলকাতায় নির্বাচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের সাকুলার অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উপর দেশের আর্থিক কল্যাণ নির্ভর করে, কিন্তু আওরঙ্গ জেবের সামরিক অভিযানগুলি কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি করে। শাসকশ্রেণীর নৈতিক চরিত্রের অবনতির উপর তিনি জোর দেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পর্বে আওরঙ্গজেব তার পুত্র আজমকে এক চিঠি লিখেন। তার একটি পঙ্কতি বিশেষ অর্থহীন ‘দেখবে যেন কৃষকেরা এবং সাধারণ মানুষ অন্যায়াভাবে উৎপীড়িত না হয় এবং মুসলমানের নিহত না হয়’।

পাঠকদের দরবার

শীতকালের আনন্দ উৎসব

মেলা তলা।। কোন ভাবে মেলা তলা কথাটা যৌক্তিকতা আছে কিনা জানা নেই তবে আমার মতো ভবঘুরে মেলা প্রেমীদের কাছে সেই মেলা তলা, বর্ধমান শহরের বইমেলায় বই আর ধুলোর গন্ধ, তখন কলেজ বেলা কৃষ্ণ সায়রের ফুলমেলা, একটু অন্য রকম স্পর্ধা, না মাম বাবাই এর হাত ছেড়ে কলেজের পর এক ঝাঁক ইতিহাস বিভাগের কখনো দাদা দিদি আর প্রিয় সখা সখীর হাতে হাত রেখে আজ মেলা ভাঙার খেলা,কানের দুল থেকে পাহাড় প্রদক্ষিণ কখনো শিশির ভেজা ঘাসে বসে জমিয়ে চা বালমুড়ি কখনো সঞ্জয় দত্ত কাকু র ফুচকা পাপড়ি চাট,ঝালের চোটে গুড় বাদাম চোখে আগামী দিনের কত বিনি সুতোয় গাঁথা মালা না কোন বিশেষ সফর সান্নি আমার মতো মানুষের কানে দিদি জেটে নি,কারণ বাঁকের মাঝে আলাদা হতাম না বলে হতো। এই দশটা দিন বর্ধমান রাজ কলেজ ক্লাসের পর ওই যে আমারই মতন যারা সব সময় আগলে রাখতো তাদের সাথে ওই পথে,নার্স কোয়ার্টার পেরিয়ে ওই যে আমরাই মতন যারা সব সময় আগলে রাখতো তাদের সাথে ওই পথে,নার্স কোয়ার্টার পেরিয়ে ওই যে আমরাই মতন যারা সব সময় আগলে রাখতো তাদের সাথে ওই যে বোহেমিয়ান মানুষ টার আয়াজ, তার প্রতিবেশ ‘স্বরপাণ’, বর্ধমান উৎসব মানে কখনো নাচ কখনো গান এর অনুষ্ঠান সাথে গুণী শিল্পী আর দাদা দিদিদের সামিধ্য লাভের অশ্বীদার ভালোই চলছিল। ডিভিশনের পর আর খবর পাইনি। বহুদিন পর খবর পেলাম অভিনেত্রী স্মিতা সিংহর থেকে। ‘মহানগর’, ‘স্বীর পত্র’ ছবিতে আমার সঙ্গে স্মিতা দি ছিলেন।

হ্যামিল্টন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬ সালে সোসাইটি নিজস্ব ভবন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে এইচ হ্যারিংটন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট সোসাইটির জন্য পার্ক স্ট্রিট এবং চৌরঙ্গীর কোনে একটি স্থান নির্বাচন করেন। ১৫ মে ১৮০৫ সালে এই স্থানটি মঞ্জুর লাভ করে। ক্যাপ্টেন টমাস প্রেস্টন মূল ভবনের পরিকল্পনা তৈরি করেন। ফরাসি স্থপতি জঁ-জ্যাক পিটো এর কিছু পরিবর্তন করে একটি দ্বিতল ভবন তৈরি করেন। সোসাইটির প্রথম ত্রৈমাসিক সভা ১৮০৮ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি এই নতুন ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত কেবল মাত্র ইউরোপীয়ানরা এই সংস্থার সদস্য হতে পারতেন। তারপরে ব্রিটিশ পণ্ডিত মহল চিত্তা করেন এই সংস্থাকে কেবল মাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সদস্য মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে একটি সময়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চর্চা অসমাপ্ত রূপ গ্রহিৎ করবে। সেই দিলে লক্ষ্য পথে ১৮২৯ সালে এইচএইচ উইল সনের উদ্যোগে প্রিন্স দ্বরকানাথ ঠাকুর, মহারাজ বুনওয়ারি গোবিন্দ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দাস, রাম কলম সেন এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় এই

সংস্থার সদস্য হন। প্রাচ্যবিদ ব্রজেন নাথ দে এবং তাঁর নাতি ইতিহাসবিদ বরধন দে উভয়ের এই সংস্থার কিছু সময়ের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সোসাইটির জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১৮১৪ সালে নাথ সিংহেরা ওয়া লিচের তত্ত্বাবধানে। ১৮৪৯ সালে এই জাদুঘরের ক্যাটালগ প্রকাশ লাভ করে। ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত সোসাইটির নিজস্ব জাদুঘরটি ছিল। তারপরে ১৮১৪ সালে ভারতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সোসাইটির বেশির ভাগ মূল্যবান সংগ্রহ হস্তান্তর হয়। তবে সোসাইটির একটি নিজস্ব সংগ্রহ শালা রয়েছে সেখানে আশোকের শিলালিপি (আনুমানিক ২৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) সহ বেশ কিছু উল্লেখ যোগ্য প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতে ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অব বোম্বে’ এবং ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলা’ ইতিহাসবিদ। ১৮৪৬ সালে বিশ্বাতি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক-সহকারি সচিব নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় দশ বছর অফিসে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সচিব এবং সংস্থার প্রথম ভারতীয় সভাপতি হন। সেই সালটি হচ্ছে ১৮৮৫ সাল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে তাঁর নামে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃ পক্ষ তাঁর নামে একটি সত্যকল্‌পের নাম রাখা হয়। বর্তমানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামাঙ্কিত রাজারহাটে একটি ভবন আছে।

- **শরৎচন্দ্র দাস**

শিশিরের ঘোমটা দেওয়া পৌষমাসের শেষ দিন

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ১৪ জানুয়ারি : শিশিরের ঘোমটা দেওয়া পৌষমাসের শেষ দিন। পিঠে পুলি হবে না? তা কি আর হয়! আমাদের পেটে পিঠে পুলি ঢের সয়! এই সময় পিঠেপুলির রসে বেশ থাকে দুই পাড়ের বাঙালি। সত্যি বলতে কি, অনেকই ছোটো বেলায় চুরি করে পিঠে, পালাে খেয়ে, পেটে ও পিঠে দুটোতেই সয়েছে! এই পৌষ পার্বণ আশাম্বর বাঙালির ঐতিহ্য। যা চিরায়ত হয়ে আজও বাঙালির জীবনে টিকে আছে। অবশ্য কতদিন থাকবে, তা বলা কঠিন। আধুনিকতার ছোয়াচ এই লোকায়ত প্রথাকে বিসর্জন দেবে কি জানা নেই। তবে প্রাচীন হিন্দুরা পৌষ মাসের এই শেষ দিনটিতে পিতৃপুরুষ অথবা বাস্তবদেবতার উদ্দেশ্যে তিল বা খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি তিলুয়া কিম্বা নতুন ধানের চাল থেকে তৈরি পিঠের অর্থা উৎসর্গ করতেন বা সাজিয়ে দিতেন। এই কারণে পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম তিলুয়া সংক্রান্তি বা পিঠে

সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি, আবর্জনার স্তূপে ঢাকা পড়ছে শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৪ জানুয়ারি : বেতন না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পুরসভার সাফাই কর্মীরা। বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃধবার সকাল থেকে পুরসভার সামনে কাজ বন্ধ রেখে জোরদার আন্দোলনে নামলেন তাঁরা। মকর সংক্রান্তির উৎসবের আবেহ সাফাই কর্মীদের এই কর্মবিরতির জেরে শহরজুড়ে আবর্জনার স্তূপ জমতে শুরু করেছে, যা চরম ভোগান্তিতে ফেলেছে সাধারণ নাগরিকদের। পুরসভা সূত্রে খবর, বালুরঘাট পুরসভা বর্ধমান কাষত অভিভাবকানা। গত ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের বিরুদ্ধে ১৪ জন কাউন্সিলর আনুশ্চা প্রস্তাব আনেন। এরপর ১০ জানুয়ারি থেকে চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গত তিন বছর ধরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদও খালি রয়েছে। এই চরম প্রশাসনিক জটিলতার কারণেই থমকে গেছে সাফাই কর্মীদের সাম্যানিক এবং বেকারের ফাইল। আন্দোলনকারী কর্মীদের অভিযোগ, প্রতি মাসেই তাদের বেতন পেতে দেরি হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি অসহনীয়। মকর সংক্রান্তির দিনে যখন ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ, তখন বেতন না পাওয়ায় উনুন জ্বাা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে কর্মীদের ঘরে। জটক ফ্লুর সাফাই কর্মী বলেন, পিঠে-পুলি তো দূরের কথা, হাতে টাকা না থাকায় পরিবারের জন্য দু’বেলা দু’মুঠো আশ-সুস্থান করাই দার হতে দাড়িয়েছে। সাফাই কর্মীরা কাজ বন্ধ রাখায় বৃধবার সকাল থেকেই বালুরঘাটের বিভিন্ন মােড়ে এবং জনবহুল এলাকায় জঞ্জাল জমতে দেখা গেছে। এই অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে শহর যে ভাস্করবিনে পরিণত হবে, আশঙ্কা করছেন শহরবাসী।

জলের স্তর মাপতে রিমোট অপারেটেড ভেহিকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি : এবার সমুদ্রের জলের স্তর মাপতে গঙ্গাসাগরে এসেছে ‘রিমোট অপারেটেড ভেহিকেল’। এনডিআরএফ-এর হাত ধরে এই মেশিন এসেছে সাগরে। এতে বোঝা যাচ্ছে জলের স্তর কতটা বাড়েছে সেই অনুযায়ী স্নান করানো যাবে। সমুদ্রের গভীরতা মাপতে এই যন্ত্র কাজ করছে। অগভীর সমুদ্রে যদি কোনও দূর্ঘটনা ঘটে, সেখানে জলের গভীরতা কতটা আছে, তা আগে কাজ করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগর সোমায় এনডিআরএফ-র টিম তারের সাহায্যে যন্ত্রকে জলে নামিয়ে দেয়। এই যন্ত্র ক’দিন অফিই কাকদ্বীপ লট এটেন্টে মুড়িগঙ্গা নদীতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের আধিকারিকরা। সেখানে একটি ভেসেল আটকে গিয়েছিল। তবে কোনও চর ছিল না। তারপর ওই যন্ত্র নামিয়ে গভীরতা মেপে নেওয়া হয়। এবার ত্রুবুরি নামিয়ে দেখা হয় কী হয়েছে। ঘটনার পর জানা যায়, মাছের জাল আটকে গিয়েছিল প্রপালোয়। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর আবার চরতে শুরু করে ভেসেলটি। সাগর মেলা উপলক্ষে বাড়তি ভিড হবে ধরে নিয়ে এবার দু’টি বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ৭০ জনকে রাখা হয়েছে। অন্যান্য বার থাকে একটি। এছাড়াও ১৮ জন মহিলা আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছে। নতুন এই যন্ত্র দিয়ে জলের স্তর মেপে পূণ্যার্থীদের নামানো হবে।

সংক্রান্তি! আহা! এই পৌষ পার্বণ নিয়ে বাঙালির কত না আবেগ।-- চান্দের আলো লাগে ভালো চাঁদনী পসর রাইতে, বিহান বেলা লাগে ভালো পিঠাপুলি খাইতে! পিঠে কি আর এক ধরনের? প্রস্তুতের নানান ধরণ ও তারতম্যের কারণে উদ্ভব হয়েছে পুলিপিঠে, দুধপুলি, ভাজাপুলি, ভাপাপিঠে, চিঁতপিঠে, ক্ষীরপুলি প্রভৃতি। ভাজা পুলির মধ্যে মুগ পুলির সোমাদ খুব ভালো। এছাড়াও ক্ষীরের গোকুল পিঠে, এছাড়াওলা নয়া। পিঠাতে রসনা তৃপ্তির জাদু হয়তো তাকে বাংলার অন্য সব মিশ্রির থেকে পৃথক করেছে। পিঠের সাত কাহন বেশ মজার। সারা পৌষ মাস জুড়ে হয়ে থাকে। অনেক বাড়িতে, পিঠে দিয়েই রাতের খাবার। হরেক কিসিমের এই পিঠের কথা বলে শেষ করা যাবে না। **পাটিসাপটা**- দুই পাড় বাংলার প্রিয়। চালেরগুড়ো ও ময়দার পাতলা প্যান্যনকেকের মধ্যে ক্ষীর বা নারকেলের পুরা। বাঙালদের তৈরি

মকর সংক্রান্তিতে বর্ধমানের ঘুড়ির মেলাঃ রাজ আমল থেকে আজও বহমান এক জীবন্ত ঐতিহ্য

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি : মকর সংক্রান্তি মানেই বর্ধমান শহরের আকাশজুড়ে রঙিন ঘুড়ির উড়ান, আর সেই সঙ্গে আকাশ কাপানো ভোকাট্টা ধ্বনি। শতাব্দীপ্রাচীন এই ঘুড়ির মেলা শুধু এক দিনের আনন্দ নয়, বরং বর্ধমানের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িয়ে থাকা এক অনন্য



ঐতিহ্য। ইতিহাস বলছে, বর্ধমানের রাজা মহতাব চাঁদের আমল থেকেই মকর সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা চালু হয়। প্রথমদিকে এই ঘুড়ি ওড়ানো সীমাবদ্ধ ছিল রাজবাড়ির পদ্মেরই-রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যরা এই খেলায় অংশ নিতেন। সেই সময় দামোদর নদ্যের তীরে বসত ময়ূরপঙ্খী গানের আসর ও মেলা। পরবর্তীকালে সেই মেলা বন্ধ হয়ে গেলেও, ঘুড়ি ওড়ানোর ঐতিহ্য মকর সংক্রান্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ধমানের সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকেও এই উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীমা। মকর সংক্রান্তিতে সূর্য দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়, শীতের শেষে রোদের উষ্ণতায় শরীরে ভিটামিন ডি গ্রহণের সুযোগ মেলে এবং নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে মেতে ওঠেন মানুষ। এই উৎসব বর্ধমানকে য়ে এক অন্য রূপ-বেশ্যনে শহরের প্রতিটি ছাদ যেন পরিণত হয় উৎসব মঞ্চে। বর্ধমানের ঘুড়ির মেলা সাধারণত টানা তিন দিন ধরে পালিত হয়। প্রথম দিন অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিন মকর সংক্রান্তিতে বর্ধমান সদর এলাকায়, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১ মাঘ সদরঘাটে দামোদরের তীরে ঘুড়ির মেলা হয় আবার তৃতীয় দিন

এসআইআর -কে কেন্দ্র করে ফরাক্কা বিডিও অফিসে ধুন্ধুমার, ভাঙচুর বিডিও-র ঘর, গণ ইস্তফা দিলেন বিএলওরা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জোর করে বিএলও-দেরকে গিয়ে একাধিক ‘অনৈতিক’ এবং ‘নিয়ম বহির্ভূত’ কাজ করানো হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে বৃধবার মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিডিও অফিসে গিয়ে গণ ইস্তফা পত্র জমা দিলেন এই রূপ কর্মরত প্রায় দু’শোর বেশি বৃথ সেভেল অফিসার (বিএলও)। একই সঙ্গে এসআইআর -এর স্তন্যনিতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক হয়রানির অভিযোগ তুলে বৃধবার দুপুরে ফরাক্কা বিডিও অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালান বেশ কিছু মানুষ। বৃধবার দুপুরে অফিই কিছু উত্তেজিত জনতা বিডিও অফিসে ঢুকে পড়েন। এরপর তাঁরা বিডিও-র চেম্বারে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। ভেঙে দেওয়া হয় তাঁর ঘরের বেশ কিছু চেয়ার এবং কাছের টেবিল। পাশাপাশি ভাঙচুর করা হয় বিডিও র চেম্বারে রাখা অন্য বেশ কিছু জিনিস। উল্টে ফেলা হয় দরকারি সরকারি নথি। ভাঙচুরের ঘটনার পর বিডিও অফিসে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ থমকে যায় আজ। ফরাক্কা রুকে এক সঙ্গে সমস্ত বিএলও-র গণই ইস্তফা দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে গোটা জেলা জুড়ে। তবে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন বিএলও-দের কাজ করতে না চেয়ে গণ ইস্তফাপত্র এখনও পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। তাঁই সমস্ত বিএলও-কেই তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করে যেতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া বা এসআইআর-এর স্বচ্ছতা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জনতার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর বিএলও একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। ইতিমধ্যে একাধিক বিএলও দাবি করেছেন তাঁদেরকে গিয়ে ‘অবেধ’ এবং ‘অনৈতিকভাবে’ নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিভিন্ন কাজ করানো হচ্ছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে বৃধবার ফরাক্কা বিডিও অফিসে গিয়েও বিধানসভা এলাকার সমস্ত বিএলও একসঙ্গে তাঁদের ইস্তফাপত্র জমা

এই পিঠে দেখতে হয় দুধ সাাদ। তবে খেঁজুর গুড়ের তৈরি হলে লালচে হয়। পুরের মাহাত্ম্য আর হাতের গুণে তা হয় মহত্তম। **দুধপুলি**- চালের গুড়োর পুরতর্ভি পুলি পিঠে দুধে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়। এই পিঠে ঘটরা অর্থাৎ এপাড় বাংলার মহিলারা বানাতে সিদ্ধহস্ত। তবে পূর্ব বঙ্গীয়া খোয়ার রসে অন্য মাধুর্য আনে। **ভাপা পিঠা**- চালের গুড়ো ও নারকেলের পুর ভাশে সিদ্ধ করা হয়। এই পিঠের দুই বাংলায় চল আছে। মকর গরম ভাপা পিঠে গুড়ের রসে চুবিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। **সরুচকলী ও পালো**- এই দুটোই এই বাংলায় বহুল প্রচলিত। চালের গুড়ি দিয়ে উড়নের তাওয়ায় তালপাতা দিয়ে টেনে টেনে বানানো হয়। আঁশকে ফেঁদেের ছাঁক ছাঁক শব্দ শুনেই বোঝা যায় কোন না। **পাটিসাপটা**- দুই পাড় বাংলার প্রিয়। চালেরগুড়ো ও ময়দার পাতলা প্যান্যনকেকের মধ্যে ক্ষীর বা নারকেলের পুরা। বাঙালদের তৈরি

মকর সংক্রান্তিতে বর্ধমানের ঘুড়ির মেলাঃ রাজ আমল থেকে আজও বহমান এক জীবন্ত ঐতিহ্য

অর্থাৎ দোসরা মাঘ বর্ধমানের বহির সর্বমঙ্গলা পাড়ায় ঘুড়ির ওড়ানোর মাধ্যমে সেই বছরের মতো ঘুড়ির উৎসবের সন্মান্তি ঘোষণা করা হতো। আগে দুর্গাপূজার পর থেকেই শুরু হয়ে যেত প্রস্তুতি, যা মকর সংক্রান্তির দিনে এসে চূড়ান্ত রূপ নিত। তবে এখন এত আগে থেকে আর কেউ ঘুড়ি ওড়ায় না, ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। দক্ষিণের হাওয়া অনুকূলে না থাকলে উড়ান জমত না-এই প্রকৃতির হৃদ্যও মেনে চলত উৎসব। ঘুড়ি কেটে গেলে আনন্দে চিংকার করে ওঠা ভোকাট্টা ধ্বনি এবং কাটা ঘুড়ি ধরার জন্য ছোট-বড় সকলের দৌড়ঝাপ ছিল এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। একসময় রাজবাড়ির লোকজন থেকে শুরু করে বর্ধমানের তকালীন বিশিষ্ট ও অবস্থাপন্ন মাধ্যম্জন পর্যন্ত এই মেলায় অংশ নিতেন। এমনকি শোনা যায়, ক্ষমতাব জাহির হিসেবে কেউ কেউ ঘুড়ির সেজে টাকা বেঁধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ঘুড়ি ওড়াতেন। বর্ধমানের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক গোপাল দাস জানান, উত্তর ভারত থেকে ‘পংখ’ শব্দটি এসে বর্ধমানে অনুবাদিত হয়ে বাংলায় ‘ঘুড়ি’ নামে পরিচিতি পায়। শুধু নাম নয়, ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক নিজস্ব শব্দভাণ্ডার। হাফে, মাল্লা (৫০০।১০০০), রিল, লাটাই, যুক্তি, লেই, সিকি-তাইয়া, দু-তাইয়া, অস্ট্রেলিয়ান কাগজ, কাঁপ কাচি, কার্ণিক দাবা, লাট খাওয়া, ধরাই, খেঁচা, টানা, গোটানো, পেট দিয়ে ঢোকা, ঘাড় চেপে লড়াই, লাটাই ছেড়ে খেলা, ভোকাট্টা-বা আজ অভিধানে বাইরের এক লোকজ সংস্কৃতির নির্দশন। ঘুড়ির নামগুলিও ছিল বৈচিত্র্যময়-সিরাজু চাঁদবালা, বগা, পেটকাটি, তিলকধারী, কাকড়া বিছে, সতরঞ্জী- যার অনেকটাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেছে। শীতের শিশিরে ভিজে যাওয়া মাঞ্জসুতায় শক্ত হয়ে যাওয়া গিঁঠ খুলতে খুলতে, রোদ শোহানো বয়স্কদের আয়েস, তরুণ-তরুণীদের উজ্জ্বাস আর চোখে চোখে গাথা না বলা গল্প-এই সব মিলিয়েই ছিল বর্ধমানের ঘুড়ির মেলা। রাজা নৌই, রাজবাড়িও অভিনে-তবুও বর্ধমানবাসীর হাত ধরে আজও বেঁচে আছে সেই রাজ আমলের ঐতিহ্য, যা নতুন প্রজন্মের কাছে হয়তো অনেকটাই হেলাফেলার, কিন্তু শহরের ইতিহাসে অমলিন।

তাদের পক্ষে এখন আর পুরনো নথি পেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এখন সেই সমস্ত নথি দেখতে চাইছে। না হলে এই সমস্ত ভোটারের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে নির্বাচকের তালিকা থেকে। বিস্ফোভরত বিএলওরা আজ জানিয়ে দেন, বর্তমান পরিকাঠামো এবং আনাবিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে তাঁরা আর এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন না। অন্যদিকে এসআইআর -এর নাম করে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে বৃধবার ফরাক্কা বিডিও অফিসে বিস্ফোভ দেখায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। রাজনৈতিক দলের নেতৃ হ্দের অভিযোগ শুদ্ধানির দলনা। ডাকা বিভিন্ন মানুষ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে স্তন্যনিতে হাজির হচ্ছেন অথচ তাদেরকে নথি জমা নেওয়ার কোনও ‘রিসিট’ দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে আগামী দিন এই ভোটারদেরকে অনুপস্থিত দেখিয়ে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মানুষের হয়রানির জন্য কিছু মানুষ আজ ভাঙচুর চালিয়েছেন। বিএলও-রা গণ ইস্তফা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেভাবে এসআইআর করতে চাইছে তাতে ‘রাবের’ নাম থাকলে তাঁর কোনও নথি না থাকলেও এসআইআর পরে তাঁকে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। কিন্তু কোনও ব্যক্তির নাম ‘রিহম’ হলে তাঁকে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এই বিচারটা বন্ধ করতে হবে। বিধায়ক বলেন, ফরাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গেলে যদি গুলি খেতে হয় আমি তাতেও রাজি। কোনও ব্যক্তির ৬-৭ জন সন্তান থাকলে তাঁকে অল্পত সব কাগজ দেখাতে বলা হচ্ছে। আমরা আর কোনও কাগজ দেখাবো না। বিডিও অফিসে ধর্গা চলবে।

উন্নয়ন শুধু স্লোগান, বাস্তবে কিছুই নয়-মমতা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘উন্নয়ন’ ও ‘বিকাশ’ আদতে শুধুই ডায়ালগ এবং হাততালি পাওয়ার কৌশল-বাস্তবে তার কোনও



প্রতিকলন নেই বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি নেত্রী তথা আসামসভা বিধানসভার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। বৃধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক আয়োজিত হয়। বিজেপি বিধায়িকা ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিত তা। এদিন একের পর এক ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন বিধায়িকা। অগ্নিমিত্রা পলের অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকার একের পর এক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে সেগুলির কোনওটি পূরণ হয়নি। তার দাবি, ২০০৮ সালের সিদ্ধুর আন্দোলনের সময় থেকেই শিল্প ও উন্নয়নের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

শিল্পায়নের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে শিল্পপতিদের নিরুসাহিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রতন টাটা ও টাটা গোষ্ঠীর উদ্যোগ টেনে তিনি বলেন, একসময় বাংলাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল একটি বড় শিল্পসংস্থাকে, যার খেসারত আজও রাজ্যবাসী দিচ্ছেন। বিজেপি বিধায়কের আরও দাবি, প্রতিবছর বেঙ্গল প্রোবাল বিজনেস সামিটি আয়োজন করে রাজ্য সরকার উন্নয়নের খবি তুলে ধরার চেষ্টা করলেও শিল্প, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তার কোনও বাস্তব প্রভাব পড়েনি। তার কটাক্ষ, “বেঙ্গল প্রোবাল বিজনেস সামিটি শুধুই লোক দেখানো। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বারবার বোকা বানানো হচ্ছে।” রাজ্য সরকারের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দাবিকেও সম্পূর্ণ ভুলো বলে আক্রমণ করেন অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, রাজ্যে ২৮ লক্ষ চাকরি সৃষ্টি ও ২১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে-এই ধরনের দাবি শোনা গেলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষ তার কোনও সুফল পাচ্ছেন না। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের ঘরে ঘরে বেকারত্ব, আর কাজের অভাবে বাংলার যুবমাজকে ভিন্নরাজ্যে, এমনকি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পাড়ি দিতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, শুধু আইআইটি পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারই নয়, রাজনীতি থেকে শুরু করে নায় রোয়ান শ্রমিক-সবাই কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এটিই তৃণমূল সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের বাস্তব চিত্র বলে দাবি করেন তিনি। বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য, “আমরা ‘উন্নয়ন হবে, বিকাশ হবে’-এই ধরনের স্লোগান দিই না। আমরা উন্নয়নকে হুদর দিয়ে ভাবি।” তার দাবি, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রকৃত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলেই বাংলার মানুষ সেখানে কাজ করতে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন জয়পুরমুর Siksha Niketan School in Ward No. 129 (Part No. 150). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,99,801.59. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days.

(8) NIT No.: KMC/XIV/129/043/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Deslitting of C.C. Passage at the Bye Lane of Nabapally 1st Lane near Pre. No. 28/9, 28/5A, 8/3, etc. in Ward No. 129 (Part No. 143). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 4,77,019.51. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 15 Days.

(9) NIT No.: KMC/XIV/129/036/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Repairing of Tin Shed & allied civil works at Arabinda Pally Primary School in Ward No. 129 (Part No. 150). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,99,073.04. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Period of Completion: 15 Days.

(11) NIT No.: KMC/XIV/129/025/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Deslitting of drainage including repairing of U/G sewer line at R. K. Sarani near Five Star Club, L.I.C. Qtr. More etc. in Ward No. 129 (Part No. 132). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,33,347.43. Earnest Money: ₹ 7,000.00. Period of Completion: 15 Days.

‘অমৃত ভারত’ প্রকল্পের আওতায় নতুন ট্রেনের ঘোষণা এবং মালদা থেকে বন্দে ভারত স্লিয়ার ট্রেন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী, যা পশ্চিমবঙ্গও অসমের



মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে। অসম ও ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেও পশ্চিমবঙ্গ দূর্নীতিতে ডুবে রয়েছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তার অভিযোগ, রাজ্যের সর্বস্তরে দূর্নীতির চিত্র বারবার সামনে আসছে। সবশেষে ২০২৬ সালের

বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে আশাবাদী সুরে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তাদের

আশীর্বাদে ২০২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করবে-এই বিষয়ে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন।

সাঁতরাগাছি-বেনারস অমৃত ভারত স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা			
শিয়ালদহ এবং বেনারসের মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা তথা ২৫৫৮৮/২৫৫৮৭ বেনারস-শিয়ালদহ-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করা হবে। একটি উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন তথা ০৩১৪১ সাঁতরাগাছি-বেনারস অমৃত ভারত উদ্বোধনী স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে ১৮.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৪৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে এবং নিম্নলিখিত সম্ভাব্য সময়সূচি ও স্টপেজ অনুসারে চলবে :			
স্টেশন	পৌঁ	ছাঃ	দিন
সাঁতরাগাছি জং	—	১৪.৪৫	
দুর্গাপুর	১৬.৩৪	১৬.৩৬	
আসানসোল জং	১৬.৫৭	১৭.০০	১৮.০১.২০২৬
মধুপুর জং	১৭.৫০	১৭.৫২	
জসিডি জং	১৮.১১	১৮.১৩	
পাটনা	২১.৫৮	২২.০৫	
পশ্চিম দিন্দয়াল উপাধ্যায় জং	০১.২৫	০১.৩০	১৯.০১.২০২৬
বেনারস	০৩.১৫	—	
গঠন ৪ সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি - ০৮, স্লিপার শ্রেণি - ০৮, পাওয়ার কার - ০২ = মোট = ১৮টি কোচ।			
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রিপপার্টেশন ম্যানেজার			
পূর্ব রেলওয়ে			
আমাদের অঙ্গদশ কল : 📠 @EasternRailway 📞 @easternrailwayheadquarter			



In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
January 18, 2026	5:00 P.M.	Community Hall, Grand One, Shriram Grand City, Shriram Grand City Road, Barabehera, Nabagram, Kon Nagar, P.O. Nabagram, Hooghly - 712 246.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. 📠1800 2090 777 (Toll free), 📧customercare@miraeeasset.com 🌐 www.miraeeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (CIVIL)/BR.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/XIV/129/046/25-26/U.S. (1st Call) Name of the Work: Maint. of C.C. Passage at the slum area of May Road near Pre. No. 22/H, 22/G, etc. in Ward No. 129. Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,69,236.04. Earnest Money: ₹ 5,500.00. Period of Completion: 30 Days. (2) NIT No. : KMC/XIV/129/044/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Maintenance of C.C. Passage at the Bye Lane of Nabapally 4th Lane near Pre. No. 5/25, 5/19, etc. in Ward No. 129 (Part No. 144). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 4,98,913.45. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 15 Days. (3) NIT No. : KMC/XIV/129/035/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Development of drainage with U/G Sewer Line at the Bye Lane of G.M. Road near H/O Robin Das, etc. in Ward No. 129 (Part No. 136). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,09,443.22. Earnest Money: ₹ 6,200.00. Period of Completion: 15 Days. (4) NIT No. : KMC/XIV/129/030/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Deslitting including repairing of U/G Sewer in the Unique Park Area near Pr. No. P-2, P-315 & 14/318, etc. in Ward No. 130 (Part No. 176). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,82,482.20. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. (5) NIT No. : KMC/XIV/129/046/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Maintenance of Bituminous Road at Adarsha Nagar (E) near H/O Meghnath Saha, Pre. No. 24/27, P.K. Road, etc. in Ward No. 129 (Part No. 147). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,66,508.45. Earnest Money: ₹ 5,500.00. Period of Completion: 15 Days. (6) NIT No. : KMC/XIV/129/053/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Development of drainage with U/G sewer line adjacent to Senpally Yuba Sangha in Ward No. 129 (Part No. 150). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,97,300.74. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. (7) NIT No. : KMC/XIV/129/052/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Repairing works of Paschim Joyrampur Siksha Niketan School in Ward No. 129 (Part No. 150). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,99,801.59. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. (8) NIT No. : KMC/XIV/129/043/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Maintenance of C.C. Passage at the Bye Lane of Nabapally 1st Lane near Pre. No. 28/9, 28/5A, 8/3, etc. in Ward No. 129 (Part No. 143). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 4,77,019.51. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 15 Days. (9) NIT No. : KMC/XIV/129/036/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Repairing of Tin Shed & allied civil works at Arabinda Pally Primary School in Ward No. 129 (Part No. 150). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,99,073.04. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Period of Completion: 15 Days. (11) NIT No. : KMC/XIV/129/025/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Deslitting of drainage including repairing of U/G sewer line at R. K. Sarani near Five Star Club, L.I.C. Qtr. More etc. in Ward No. 129 (Part No. 132). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,33,347.43. Earnest Money: ₹ 7,000.00. Period of Completion: 15 Days. (12) NIT No. : KMC/XIV/129/031/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Maintenance of drainage & C.C. Passage at the Bye Lane of R. K. Sarani near Shibtala in Ward No. 129 (Part No. 134). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,97,853.74. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Period of Completion: 15 Days. (13) NIT No. : KMC/XIV/131/36/25-26/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: Improvement of concrete passage at the slum area of Parnasree Kalimata Colony near Pr. Nos. 1, 6, 7, 25, 35 etc. in Ward No. 131. Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 3,85,228.82. Earnest Money: ₹ 8,000.00. Period of Completion: 30 Days. (14) NIT No. : KMC/XIV/129/034/25-26/APAS (1st Call) Name of the Work: Maintenance of C.C. Passage at A Nagar (W) near Pre. No. 57/6, 57/4, etc. in Ward	No. 129 (Part No. 136). Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 2,85,022.79. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 15 Days. (15) NIT No. : KMC/XIV/131/35/25-26/BUSTEE (1st Call) Name of the Work: Maintenance of concrete passage at the slum area of Upen Banerjee Road near Pr. Nos. 81/9N, 223A/C, 1165A, 1151, etc. in Ward No. 131. Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ 4,24,422.93. Earnest Money: ₹ 8,500.00. Period of Completion: 30 Days. Last Date & Time of submission of bid: 28.01.2026 upto 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 15). Tender will be opened on: 30.01.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 15). The bid forms and other details are available on and from 16.01.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 15). The website: https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 15). The Excitutive Engineer (Tube-Well), KMC invites e-tender

ভেন্যু বদলের অনুরোধে সাড়া দিল না আইসিসি, অবস্থান বদলায়নি বাংলাদেশ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৪ জানুয়ারিঃ ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খিরে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বাংলাদেশের স্থান পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রহণ করেনি বলে জানা গিয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর দাবি জানিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সে আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে বৈঠক হয়। বিসিবির পক্ষ থেকে বোর্ড সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং ক্রিকেট অপারেশন বিভাগের শীর্ষ কর্মীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিসিবি তাদের অনুরোধের পক্ষে আবারও ‘নিরাপত্তা উদ্বেগ’-এর কথা তুলে ধরে। তবে আইসিসি জানায়, টুর্নামেন্টের সূচি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে ডেন্ম্যু পরিবর্তন

করা সম্ভব নয়। তারা বিসিবিকে তাদের অবস্থান পুনর্বিশ্লেষণের অনুরোধ করে। বিসিবির সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বোর্ড এখনও তাদের আগের অবস্থানেই রয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা চলিয়ে যাবে। ফলে বিশ্বকাপ শুরু এক মাসেরও কম সময় বাকি থাকলেও বাংলাদেশের সমগ্রগ্রহণ খিরে অনিশ্চয়তা কাটেনি। এই পরিস্থিতি তাদের অনুরোধের পক্ষে আবারও ‘নিরাপত্তা উদ্বেগ’-এর কথা তুলে ধরে। তবে আইসিসি জানায়, টুর্নামেন্টের সূচি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে ডেন্ম্যু পরিবর্তন

প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শীর্ষ ক্রিকেটারদের স্পনসরশিপ চুক্তি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের



বর্তমান অধিনায়ক লিটন দাস-এর নামও রয়েছে। পাশাপাশি আরেক ভারতীয় সংস্থা সারিন স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশে তাদের পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা থেকেও সরে

এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে উদ্ধৃত করে এক সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক ও ক্রিকেট সম্পর্কের টানা পোড়েনে স্পনসরশিপ নবীকরণের প্রক্রিয়া ধীর হয়ে গিয়েছে। আরেক সূত্রের দাবি, গত বছর বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হওয়ার সময়ই সারিন স্পোর্টস কয়েকজন শীর্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছিল, যদিও ভবিষ্যতে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেন্ম্যু বিতর্কের সঙ্গে আর্থিক অনিশ্চয়তা যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ছে। আইসিসির সঙ্গে আলোচনার ফল কী হয় এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোন দিকে যায়, তার উপর নির্ভর করছে আসন্ন বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পথচলা।

দিল্লির বিষ দূষণের আঁচ এবার ব্যাডমিন্টন কোর্টেও!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ ঘোষণা ও দূষণের মনস্বক পরিস্থিতি দিল্লির। স্বাভাবিক জনজীবনেও এর প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজধানীর ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামের অস্বাস্থ্যকর এবং দূষিত পরিবেশ নিয়ে তেওপ দেগেছিলেন বিশ্বের ‘দুঃস্বপ্ন ব্যাডমিন্টন’ তারকা ডেনমার্কের মিয়া ব্লিকফেল্ট। আর এবার দূষণের কারণে বিশ্বের ৬ নম্বর তারকা অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনে ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। এর জন্য তার ৫,০০০ মার্কিন ডলার জরিমানাও হয়েছে। ডেনীয় ব্যাডমিন্টন তারকা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন সে কথা। ইনস্টাগ্রামে অ্যান্ডার্স সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইন্ডিয়া ওপেনে তিনি অংশ নেননি। ক্যাপ্টা দিল্লির মাত্রাতিরিক্ত দূষণ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তিনি লেখেন, “অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবেন, কেন আমি টানা তিনবার ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছি? আমার মনে হয় ওখানে টুর্নামেন্ট আয়োজন না করাই উচিত। কারণ সেখানকার পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর। দূষণও মাত্রাতিরিক্ত। গ্রীষ্মে যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে, সেই সময় পরিবেশ অনেকটাই ভালো থাকবে। ইন্ডিয়া ওপেন থেকে নাম তুলে নেওয়ায় ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে আমাকে।” এই ঘটনার ১২ ঘণ্টা আগে ইন্ডিয়া ওপেনে খেলতে এসে দিল্লির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ডেনমার্কের আরও এক তারকা মিয়া ব্লিকফেল্ট। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার হস্তক্ষেপও চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, “খুবই অপরিচ্ছন্ন এখানকার পরিবেশ। খেলোয়াড়দের জন্যও এই পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। সেই কারণে অনেকেই দস্তানা বা টুপি পরে, অতিরিক্ত পোশাক চাপিয়ে অনুশীলন করছে। এটা কিন্তু একেবারেই আদর্শ নয়। কারণ কোর্টে খেলোয়াড়দের নাড়াচাড়া করতে হয়।” এখানেই শেষ নয়, অনুশীলনের সময় কোর্টে পাখি ওড়া বা বিটা পড়ে থাকার অভিযোগও করেন তিনি। কেবল ব্লিকফেল্ট নয়, কানাডার মিশেল লি এবং প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রাতচানক ইন্তাননও দিল্লি নিয়ে অভিযোগ শানিয়েছেন।

চোট উপেক্ষা করে খেলেন এমবাপে, আলোনসোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তোলপাড়

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৪ জানুয়ারিঃ রিয়াল মাদ্রিদের তৎকালীন কোচ জাবি আলোনসোর ভবিষ্যৎ বাঁচাতে গুরুতর চোটের ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, এমনই দাবি করেছে ইউরোপের একাধিক সংবাদমাধ্যম। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে খেলার সময় তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ। সূত্র অনুযায়ী, এমবাপের হট্টোতে তখন গুরুতর মচকানো চোট ছিল। ক্লাবের মেডিক্যাল টিম জানিয়েছিল, জানুয়ারির শেষের আগে তার খেলা উচিত নয়। তবুও সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত এল ক্লাসিকো ফাইনালে তিনি নিজেকে খেলার জন্য প্রস্তুত করেন। কারণ, ওই ম্যাচে হার মানেই আলোনসোর কোচ হিসেবে বিদায়-এটা এমবাপে বুঝতে পেরেছিলেন। ফরাসি সংবাদমাধ্যম ল’ইকিপ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমবাপে জানতেন এই ম্যাচ কার্যত আলোনসোর উপর এক ধরনের ‘চূড়ান্ত রায়’। কোচের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও



পরই আলোনসোর ভবিষ্যৎ কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়। ম্যাচের পর জানা যায়, এমবাপে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে খেলেছিলেন, যা তাঁর জন্য বড় বিপদের কারণ হতে পারত। এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আধুনিক ফুটবলে তারকা খেলোয়াড়দের উপর চাপ, কোচ-খেলোয়াড় সম্পর্ক এবং ফলাফলের তাৎক্ষণিক প্রভাব-সবকিছুই এখানে

‘পিঙ্ক বল’ টেস্ট খেলতে নারাজ ইংল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৪ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে মুখ খুঁবড়ে পড়েছে বাজবাল। সন্ধ্যা সমাপ্ত আশেপাশে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে ৪-১ ফলে জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল স্টার্ক, ট্র্যাভিস হেডনের বিরুদ্ধে কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দল। কেন এই ব্যতীত, তা জানার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে উত্তর চেয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এ বার নতুন প্রস্তাব দিল তারা। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আর গোলাপি বলে টেস্ট ম্যাচ খেলতে চায় না ইংল্যান্ড, এমনটাই জানাল তারা। অ্যাশেজে হারের জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা? সন্ধ্যা সমাপ্ত আশেপাশে দ্বিতীয় টেস্টটি খেলা হয়েছিল পিঙ্ক বলে। জো রুট প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেও ম্যাচ বাঁচাতে পারেনি ইংল্যান্ড। মিচেল স্টার্ক, মাইকেল নসেরের দরুন্ত বোলিংয়ে আট উইকেটে সহজ জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। এর পরেই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের কর্মীদের আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্যান্ড। সীমিত ওভারের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভিসা জটে পাকিস্তান-জন্ম মার্কিন ক্রিকেটাররা

নিউ ইয়র্ক, ১৪ জানুয়ারিঃ আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই জটিলতায় পড়েছে মার্কিন ক্রিকেট দল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া চার জন মার্কিন ক্রিকেটার ভারত সফরের ভিসা পাননি, ফলে তাদের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ২০ সমস্যার স্কোয়াডে থাকা এই চার ক্রিকেটার হলেন আলি খান, শায়ান জাহাঙ্গির, মহম্মদ মহসিন এবং হেহসান আদিল। তাঁদের মধ্যে তিন জন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, ভারতীয় ভিসা না পাওয়ায় তাঁরা আপাতত টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারছেন না। এক ভিডিও বার্তায় মার্কিন পেসার আলি খান বলেন, “আমরা চার জনই ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের জানানো হয়েছে যে ভারত সফরের অনুমতি মিলবে না। এর ফলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা সম্ভব হচ্ছে না।” প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই চার ক্রিকেটারের জন্ম পাকিস্তানে হলেও তাঁরা বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। তবে ভারতের ভিসা সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে জন্মভূমির পাসপোর্ট সংক্রান্ত



জন্ম ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভিসা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্রিকেটারদের পটভূমি প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, হেহসান আদিল পাকিস্তানের শেখপুরায় জন্মগ্রহণ করছেন এবং ২০১৬ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানে হয়ে তিনটি টেস্ট ও ছয়টি ওয়ানডে খেলেছেন। চার বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং বর্তমানে সেখানে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। আলি খানের জন্ম পাকিস্তানের আটকে,

শায়ান জাহাঙ্গিরের করাচিতে এবং মহম্মদ মহসিনের জন্ম খাইবার পাকুনখোয়ার মিলেরায়। একি প্রথমবার নয়। অতীতেও পাকিস্তান-জন্ম ক্রিকেটারদের ভারতীয় ভিসা নিয়ে সমস্যা হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ। ২০১৯ সালে জুলাইকরার আতঙ্কয় সিকন্দর ও সাকিব ভিসা পাননি। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে শিরাজ আহমেদের ভিসা পেতে দেরি হয়। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার উসমান খোয়াজা এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার রেহান আহমেদ ও শোয়েব বশিরও একই ধরনের সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। এই পরিস্থিতি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে ক্রিকেট মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে দলগুলির সেরা কন্ট্রিনেশন মাঠে নামানোই মূল লক্ষ্য। ভিসা জটিলতায় যদি খেলোয়াড়রা বাদ পড়েন, তা সরাসরি প্রতিযোগিতার মান ও দলের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল সূত্রে জানানো হয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলিকে ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করছে। তবে সাম্প্রতিক এই ঘটনায় আইসিসির উপর চাপ বেড়েছে বলেও স্বীকার করা হয়েছে। আগামী দিনে এই সমস্যার কোনও সমাধান হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর ক্রিকেট বিশ্বে।

সেমেনিওর দুইয়ে দুই, ম্যানচেস্টার সিটিতে ফিরল প্রায় ১৭ বছরের পুরোনো স্মৃতি

বড় ক্লাব, জার্সি ওজন, প্রত্যাশার চাপ, সবকিছুকেই যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুটে চলেছেন অ্যান্টোয়ান সেমেনিও। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে দুই ম্যাচে মাঠে নেমে দুটিতেই জালের দেখা পেলেন এই উইঙ্কার।

সংবাদ সংস্থা, নিউকাসল আপন টাইন, ১৪ জানুয়ারিঃ গত সপ্তাহে বোনমাইথ থেকে ৬ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড ট্রান্সফার দ্বিতে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন অ্যান্টনি সেমেনিও। এরপর সিটির হয়ে নিজের প্রথম ম্যাচেই গোল করেন। শনিবার এক্ষেপ কাপে এক্সেটারকে ১০-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার ম্যাচে স্কোরশিটে নাম লেখান এই উইঙ্কার। সেই ধারাবাহিকতায় এবার দ্বিতীয় ম্যাচেও গোল করলেন সেমেনিও। গতকাল রাতে নিউকাসলের বিপক্ষে তাদের মাঠে লিগ কাপ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে সিটির ২-০ জয়ে প্রথম গোলাট করেন তিনিই। পরপর দুই ম্যাচে গোল করে প্রায় ১৭ বছরের পুরোনো স্মৃতিও ফিরিয়ে সেমেনিও। ঘানার এই ফুটবলারের আগে ২০০৯ সালের আগস্টে সিটির হয়ে নিজের প্রথম দুই ম্যাচে গোল করেছিলেন ইমানুয়েল অদোবায়ো। নিউকাসলের বিপক্ষে ম্যাচে সেমেনিও অবশ্য আরও একটি গোল করেছিলেন, তবে দীর্ঘ সময় ধরে ভিএফআর



পর্যালোচনার পর গোলাট বাতিল হয়ে যায়, গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৩ মিনিটে প্রথমে যা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। সিটির হয়ে গোল করেন সেমেনিও, যোগ করা সময়ে অন্য গোলাটি করেন রায়ান শেরকি। দুটি দ্বিতীয় গোলাটি শেরকির। প্রথম দুই ম্যাচে

গোল করে জায়গা ধরে রাখার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী সেমেনিও। ঘানার এই ফরোয়ার্ডের বিশ্বাস, নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তিনি সঠিক পথেই আছেন। সেমেনিওর ভাষায়, “এখানকার পুরো পরিবেশটাই দারুণ। সবাই আত্মবিশ্বাসী এবং সেরা কিছু অর্জন করতে চায়। আমি এমন একটা পরিবেশেই এসেছি। সবাই আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, আপন করে নিয়েছে।” ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখলেও ভিএফআরে দলের তৃতীয় গোল বাতিল হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিটি অধিনায়ক বের্নার্দো সিলভা। তাঁর ভাষায়, “ম্যাচটা ৩-০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন এসবের সঙ্গে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। খুবই হতাশাজনক। কারণ, শেষবার এখানে এসে খেলতেও আমাদের বিপক্ষে অনেক সিদ্ধান্ত গেছে।” আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সিটির মাঠ ইতিহাসে ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে ম্যান সিটি ও নিউকাসল।

চার বছর পর এক নম্বরে বিরাট! মাঠে ব্যর্থ রোহিত র্যাঙ্কিংয়েও নামলেন তিনে

নিজস্ব প্রতিবেদন

চার বছর পরে আবার শীর্ষে। একদিনের ক্রিকেটে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের মুকুট ফের মাথায় তুলে নিলেন বিরাট কোহলি। আইসিসি পুরস্কারের ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন ভারতের এই তারকা ব্যাটার, পিছনে ফেলে দিলেন সতীর্থ রোহিত শর্মা। একই দিনে মাঠে ব্যর্থতা, আর র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ নয়-দু ধাপ পিছিয়ে তিনে নামলেন রোহিত। ২০২১ সালের জুলাইয়ের পর এই প্রথম আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর বিরাট। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে বরোদায় ৯১ বলে ৯৬ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংসই উত্থানের সবচেয়ে বড় কারণ। সেই পারফরম্যান্সের সুবাদে রোহিতকে টপকে শীর্ষে উঠে আসেন তিনি। এটা বিরাটের কেরিয়ারে ১১ নম্বর বার ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষদখল। অক্টোবর থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে একদিনের ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা চোখে পড়ার মতো। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৩৫, ১০২ এবং অপরাধিত ৬৫। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনিতে তৃতীয় ম্যাচে করেন অনবদ্য ৭৪। শেষ পাঁচটি ওয়ানডে ইনিংসে টানা পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন বিরাট। এই সময়ের মধ্যে পাঁচ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৪৬৯ রান-দুটি শতরান ও তিনটি

অর্ধশতরান-সহ। দুরন্ত ফর্মের সুবাদে রোটিং আপাতত তিন নম্বরে, তাঁর রোটিং ৭৭৫। বিরাট প্রথমবার এক নম্বরে উঠেছিলেন ২০১৬ সালের অক্টোবরে। এখনও পর্যন্ত মোট ৮২৫ দিন তিনি ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে কাটিয়েছেন-যা ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক। সর্বকালীন তালিকায় এখন দশ নম্বরে, পয়লা নম্বরে

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস, যিনি ২,৩০৬ দিন শীর্ষে কাটিয়েছেন। ভারতের আর এক ব্যাটার কেএল রাহুল এক ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১১ নম্বরে। বোলিং বিভাগে উন্নতি করেছেন মহম্মদ সিরাজ-পাঁচ ধাপ লাফিয়ে এখন তিনি ১৫ নম্বরে। র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের ডারিল মিচেল। প্রথম ওয়ানডেতে ৮৪ রানের ইনিংস খেলার পর তাঁর রোটিং

দাঁড়িয়েছে ৭৮৪-বিরাটের থেকে মাত্র এক পয়েন্ট কম। ফলে শীর্ষস্থানের লড়াই আরও জমে উঠেছে। এই মুহূর্তে এক থেকে তিন নম্বরের মধ্যে পার্থক্য মাত্র ১০ রোটিং পয়েন্ট। এই আবহে মাঠে রোহিতের ব্যর্থতা আলাদা করে নজরে এসেছে। আজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্লার্কের ক্রস-সিম ডেলিভারিতে মিড-অফের উপর দিয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরেছেন তিনি। ৩৮ বলে ২৪ রানের ইনিংস র্যাঙ্কিং ধসের সঙ্গে যেন অদ্ভুতভাবে মিলে গেল!



রঞ্জিতে অভিষেক পোড়েলকে ছাড়াই ২২ গজে নামছে বঙ্গ ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ সাদা বলের ফরম্যাটে পরপর দুটি জাতীয় টুর্নামেন্টে হতাশার পর এখন বাংলার সামনে একমাত্র ভরসা রঞ্জি ট্রফি। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি এবং বিজয় হাজারে ট্রফিতে শুকটা আশাব্যঞ্জক হলেও গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ফলে শিবরাত্রির সলতের মতো হাতে রইল শুধু লাল বলের প্রতিযোগিতা। সেখানে অবশ্য এখনও ভালো জায়গাতেই রয়েছে বাংলা। গ্রুপের প্রথম ভাগে পাঁচ ম্যাচ শেষে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছেন অধিনায়ক অভিমান্য ঈশ্বরগুণা। তবে নকআউটের টিকিট এখনও পাকা হয়নি। ২২ জানুয়ারি থেকে কল্যাণীতে শুরু হচ্ছে বাংলার পরবর্তী রঞ্জি অভিযান। প্রতিপক্ষ গ্রুপের দুই নম্বরে থাকা শক্তিশালী সার্ভিসেস। এরপর গ্রুপের শেষ ম্যাচে লাহলিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে নামতে হবে। অর্থাৎ শেষ দুটি ম্যাচেই কটিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বঙ্গ ব্রিগেডের জন্য। টিক এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বড় থাকা খেল বাংলা। এবারের রঞ্জি ট্রফিতে আর পাওয়া যাবে না দলের এক নম্বর উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে। বিজয় হাজারে ট্রফির অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ কাঁধে গুরুতর চোট পান তিনি। সেই চোটের কারণে গ্রুপের শেষ দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি এবং প্রতিযোগিতার মাঝপথেই বাড়ি ফিরতে হয় তাঁকে। খবর অনুযায়ী, অভিজেকের বাঁ কাঁধের পেশিতে গুরুতর চোট লেগেছে। আপাতত তিনি বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এঙ্গেলেসে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের মতে, পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে তাঁর অন্তত ছয় থেকে আট সপ্তাহ সময়

লাগবে। ফলে মার্চের আগে ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়া কঠিন। সূচি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই রনজি ট্রফি শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাংলা যদি ফাইনালেও ওঠে, তবু অভিষেকের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। ভরসাযোগ্য কিপার হওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতেও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অভিষেক। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। আপাতত বিকল্প হিসেবে শাকির হাবিব গান্ধীর সঙ্গে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কিপার সুমিত নাগকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে একটি ম্যাচ খেলেছেন সুমিত। আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে সফট নাইট ট্রফিতে নামছে বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দল। সেই স্কোয়াডে সুমিতের নাম না থাকায় ইঙ্গিত মিলছে, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে তাঁকে দলে দেখা যেতে পারে। এদিকে বুধবার থেকে সেন্টলেবের জেইউ সেকেন্ড ক্যাম্পাসে সার্ভিসেস ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করছে বাংলা। আকাশ দীপ, মুকেশ কুমাররা শুরু থেকেই অনুশীলনে নামবেন বলে জানা গেছে। মহম্মদ শামি ম্যাচের টিক আগে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। আপাতত প্রায় কুড়ি জন ক্রিকেটারকে অনুশীলনে ডাকা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বয়সভিত্তিক দলে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা চন্দ্রহাস দাস, রবি কুমারদের মতো তরুণরাও। একদিকে নকআউটের চাপ, অন্যদিকে অভিষেকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি, সব মিলিয়ে কটিন পরীক্ষার মুখে বাংলা। লাল বলের এই শেষ ভরসার লড়াইয়ে কতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারে অভিমান্য ঈশ্বরগুণের দল, সেটাই এখন দেখার।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৬

শীতে হাড়ের অসুখ

- এক মাসেই কি এরকম?
- মেহা পেদামেরের হাড় মেনিওর সমাধান
- ছদরোগের অন্যতম কারণ হাড় প্রেশার
- আরেকটি মায়েরোজেনিক ইনফার্মশন
- প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার ও নীরব খাতক থেকে বাঁচতে জন্মকেন্দ্রিক জরুরি
- কোলোয়েলিক ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার
- আর্থারাইটস
- অসিওপোরোসিস প্রতিরোধের উপায়
- হৃদয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতীককারী বিষয়
- হাড়ের ব্যথা নিরাময়ের উপায়

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন